তিন গোয়েন্দা

চোরের আস্তানা

রাকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

চোরের আস্তানা

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

গ্রীনহিলস।

কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে বসে গল্প করছে তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে রয়েছে ফারিহা আর কিশোরের কুকুর টিটু। দলে যুক্ত হয়েছে আরও তিনজন: অনিতা, ডলি আর বব। গ্রীনহিলস স্কুলে পড়ে। মুসা আর রবিনের বন্ধু। গোয়েন্দাগিরির বেজায় শখ। বহুদিন ধরে মুসা আর রবিনকে চাপাচাপি করে কিশোরকে রাজি করিয়ে দলে যোগ দিয়েছে। বড়দিনের ছুটিতে একটা কেসে কাজও করেছে। ওদের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্ট এখন কিশোর। কাজেই তিন গোয়েন্দার যে কোন আলোচনায় এখন ওরাও অংশ গ্রহণ করে।

বড় একটা জগে কমলার রস তৈরি করে রাখছে ফারিহা। একটা প্লেটে রয়েছে সাতটা বার্গার। আর একটা বড় ডগ বিস্কুট।

প্লেটের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না টিটু। যেন, তার ভয়, লাফ দিয়ে উড়ে চলে যাবে বিস্কুটটা।

টিটু ছাড়াও আড়চোখে আরও অনেকে বার্গারের দিকে তাকাচ্ছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ফারিহা, তোমার রস বানানো শেষ হয়েছে? হলে দিয়ে দাও।' বার্গারের প্লেটটা তুলে নিল সে। এক এক করে দিতে লাগল সবাইকে। ডগ বিস্কুটটা টিটুর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। মুখ হাঁ করে লুফে নিল টিটু।

কুড়মুড়, মচমচ নানা রকম শব্দ শোনা যেতে লাগল। সবার চিবানোর শব্দ।

'হ্যাঁ, বলো এবার,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যময় কিছু নজরে পড়েছে কারও?'

না, কারও কিছু নজরে পড়েনি। জানাল সবাই।

অনিতা তাকাল কিশোরের দিকে। 'ছুটির আটাশ দিন হয়ে গেল। কিছুই ঘটছে না আর গ্রীনহিলসে। বড় বিরক্তিকর। কোন রহস্যই যদি না থাকল, গোয়েন্দা সেজে বসে থাকার আর মানেটা কি?'

গ্লাসে কমলার রস ঢালতে ঢালতে ফারিহা বলল, 'আমিও অনিতার সঙ্গে একমত। বসে বসে আড্ডা দিয়ে আর খেয়ে খেয়ে মোটাই হচ্ছি কেবল। কিছু

একটা করতে না পারলে আর সময় কাটছে না।'

'কি করতে চাও?' একটা গ্লাস তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'রহস্য নেই, ঠিক আছে,' ফারিহা বলল, 'কিন্তু অন্য কিছু তো করতে পারি আমরা। রেড ইনডিয়ান সাজতে পারি। ছদ্মবেশে সন্দেহজনক লোকের পেছন পেছন গিয়ে দেখতে পারি, ওরা কোথায় যায়, কি করে। রহস্য একটা আবিষ্কার করেও ফেলতে পারি এ ভাবে।'

'তা রেড ইনডিয়ানটা কি ভাবে সাজব?' ডলির প্রশ্ন।

'কি ভাবে আর। পালক দিয়ে মুকুট বানিয়ে মাথায় পরব। মুখে রঙ মাখব। রঙচঙে কাপড় পরব। এ কোন কঠিন কাজ নাকি?'

'ভাল বুদ্ধি,' বলে উঠল বব। 'ইনডিয়ান সেজে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ব আমরা। দুই ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যাব। তারপর তাড়া করব মুসাকে। মুসা লুকিয়ে পড়বে। ওকে খুঁজে বের করব আমরা। কারণ ও হবে ভিনদেশী। খুব মজা হবে।'

'থাক থাক, অত মজার দরকার নেই,' হাত নেড়ে মানা করে দিল মুসা। 'চারদিক থেকে আমার গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আর আমি মাটিতে চিৎপটাং। উঁহু, বাবা, ভাবতেই ভাল লাগছে না আমার।'

'ঝাঁপিয়ে পড়ব কেন?' ফারিহা বলল। 'শুধু খুঁজে বের করব তোমাকে। বনের মধ্যে ইনডিয়ান সেজে লুকোচুরি খেলা! সত্যি, দারুণ মজা হবে!'

কান খাড়া করে ফেলল টিটু। চাপা গরগর শুরু করল। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

'কে জানি আসছে,' বলে, উঠে গেল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খোয়া বিছানো পথে জুতোর শব্দ হলো। এগিয়ে আসছে। জোরে জোরে থাবা পড়ল দরজায়। এত জোরে, চমকে গেল সবাই।

ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল টিটু।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঝামেলা!' জবাব এল। 'তোমার কুত্তাটাকে ধরে বাঁধো। তারপর দরজা খোলো। কথা আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা। গ্রীনহিলস গাঁয়ের পুলিশম্যান কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট।

ফগ হঠাৎ? রহস্যের খোঁজ পেল নাকি?

'অ্যাই, টিটু, থাম!' ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর। আস্তে করে

খুলে দিল দরজাটা।

ঘরের ভেতরে উঁকি দিল ফগ। গোল আলুর মত গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। 'বাহ্, সবাই আছ দেখছি। কিসের আলোচনা হচ্ছিল? কোন রহস্য?'

'না, এমনি বসে বার্গার খাচ্ছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা তো ভাবলাম, আপনিই বোধহয় কোন রহস্যের খোঁজ দিতে এসেছেন।'

'না, তা নয়,' ফগ বলল। 'ক'দিনের ছুটি নেবার ইচ্ছে। ভাবলাম, নেয়ার আগে একবার খোঁজ নিয়ে যাই, কোন রহস্য আছে কিনা। তাহলে আর নিতাম না। সমাধানটা একেবারে করে তারপরেই নিতাম।'

'দুঃখিত,' কিশোর বলল। 'কোন রহস্যের খোঁজ নেই আমাদের কাছে। সেই আলোচনাই করছিলাম। প্রায় একটা মাস নিরামিষ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'অ!' হতাশ মনে হলো ফগকে। 'তাহলে আর অকারণে বসে থেকে কি করব। ছুটি নিয়ে বরং বাইরে থেকে একবার ঘুরেই আসিগে। চলি, গুড-বাই।'

ঘুরে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার ফগ।

তার গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে পাগল হয়ে গেল টিটু। কিশোরের একটা চড় খেয়ে শান্ত হলো।

কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল আবার ফগ। 'আমি বেলা একটা পর্যন্ত আছি। এর মধ্যে কোন কেস পেলে ফোন করে জানিও আমাকে।'

তারপর আর থামল না সে। দ্রুতপায়ে গেটের দিকে চলে গেল। সাইকেলটা রেখে এসেছে গেটের বাইরে।

দরজাটা লাগাল না আর কিশোর। চুপি চুপি ফিরে এসে আড়ি পাততে পারে ফগ। সে-সুযোগ দিল না তাকে।

দুই

বেলা আড়াইটায় আবার কিশোরদের ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা।

বলা বাহুল্য, কোন কেস পায়নি। অতএব ফগকেও ফোন করা হয়নি। আশা করল সবাই, ও ছুটি নিয়ে চলে গেছে। ঝামেলা গেছে। নইলে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে থাকত।

রেড ইনডিয়ান সেজে এসেছে সবাই। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ওরা। অন্যদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে নিজেকে কেমন লাগছে।

ভয়ঙ্কর চেহারার একটা কুড়াল তুলে নিল কিশোর। ফারিহা তো ভয়ই পেয়ে গেল দেখে। হেসে জানাল কিশোর, আসল কুড়াল নয়। কাঠ দিয়ে তৈরি। রূপালী কাগজ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে ফলাটা। নাটক-থিয়েটারে এ সব জিনিসই ব্যবহার করা হয়।

'চলো, এবার রওনা হওয়া যাক,' বলল সে। 'হেয়ার ফরেস্টে যাব আমরা। ফারিহা আর ববকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। রবিনের সঙ্গে যাবে অনিতা আর ডলি। দুই দলই মুসাকে খুঁজে বের করে ধরার চেষ্টা করব। দেখা যাবে, কারা আগে পারে।'

'হুঁ, কারা আগে পারে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। ব্যাপারটা এখনও পছন্দ হচ্ছে না তার। 'খুঁজে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে তীর মারা শুরু করো, তারপর মরি আরকি আমি। তোমাদের জন্যে খেলা বটে, আমার জন্যে মৃত্যু-ঈশপের সেই ব্যাঙের গল্পটার মত।'

'না, একেবারে মেরে ফেলা হবে না,' কথা দিল তাকে কিশোর।

অদ্ভুত ভাবে মুখে রঙ করেছে ওরা। মুসা বাদে। ববের হাতে একটা রবারের ছুরি। টিটুর গায়ে বসিয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল সে। সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর এক দল ইনডিয়ানের মতই মনে হচ্ছে ওদের।

হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। মাঠের ওপর দিয়ে সরাসরি গেলে মাত্র আধ মাইল দূরে হবে। বনের একধারে একটা মস্ত প্রাসাদ আছে। নাম ওরিয়ন ফোর্ট। চারপাশ ঘিরে উঁচু দেয়াল।

'বনে গিয়ে আমার দল নিয়ে বাঁয়ে সরে যাব, রবিন যাবে ডানে,' কিশোর বলল। 'মুসা ঢুকবে মাঝখানে। ও যখন ঢোকে, চোখ বন্ধ করে রাখব আমরা। এক থেকে একশো গুনব। তারপর শুরু হবে খোঁজা।'

'আর আমাকে কি করতে হবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি আমাদের দেখার চেষ্টা করবে,' কিশোর বলল। 'যাকে দেখবে, তার নাম ধরে ডাক দেবে বেরিয়ে আসার জন্যে। সে তখন খেলা থেকে বাদ। কিন্তু যদি কেউ তোমার অলক্ষে গিয়ে তোমার কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে ওঠে, তুমি তখন তার বন্দি। এ রকম খেলার জন্যে উপযুক্ত জায়গা হেয়ার ফরেস্ট।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। নানা রকম গাছপালা, ঝোপঝাড়ে ভরা বনটা। ঘাসে ঢাকা। গুল্ম আর লতারও অভাব নেই। বড় গাছ, ছোট গাছ সব রকমের গাছই আছে। লুকানোর জায়গার অভাব নেই। এত বেশি ঝোপঝাড় আছে, ওগুলোর

আড়ালে থাকলে সহজে চোখে পড়বে না।

বনে পৌঁছে আলাদা হয়ে দুই দল দু'দিকে রওনা হয়ে গেল। বাকি দুই দিকের এক দিকে রয়েছে বেড়া, অন্য দিকে ওরিয়ন ফোর্টের দেয়াল উঠে গেছে খাড়া। চার দিক ঘেরা অবস্থায় ভেতর থেকে যদি সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে মুসা, চালাকই বলতে হবে তাকে।

বনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। যেই কিশোর একটা রুমাল উঁচু করে ধরে চোখ বুজে একশো গোণা শুরু করল, একটা গাছের দিকে দৌড় মারল। যত দ্রুত পারল গাছ বেয়ে উঠে গেল ঘন ডালপাতার কাছে। একটা ডালের গোড়ায় লুকিয়ে বসে আপনমনে হাসল।

'যত পারো খোঁজো এখন।' আপনমনে বলল মুসা, 'খোঁজাই সার হবে। সারা বন চষে ফেলেও পাবে না আমাকে। তারপর ক্লান্ত হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে যখন বসে পড়বে, গাছ থেকে নেমে গিয়ে এমন এক চিৎকার দেব, বুকের ধড়ফড়ানি বন্ধ হয়ে যাবে।'

গোণা শেষ। ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ছয় জন রেড ইনডিয়ান। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল লতাগুল্ম, লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে।

ডালপাতার নড়া দেখেই বুঝে ফেলছে মুসা, কে কোথায় আছে। কারণ সে রয়েছে ওপরে। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। মুচকি মুচকি হাসছে। দারুণ মজা। নাহ্, চোর হওয়াটাই ভাল হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তার মজাটাই বেশি।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। অবাক লাগল। ওরিয়ন ফোর্টের উঁচু দেয়ালের চূড়ায় একটা লোক। মুসা ভালমত তাকানোর আগেই লাফ দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ঝোপের মধ্যে শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর চুপ। লোকটাকে আর একবারের জন্যেও দেখা গেল না।

ঘটনাটা কি? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে। দেয়ালের ওপর কি করছিল লোকটা?

কি করবে বুঝে উঠতে পারল না মুসা। চিৎকার করবে? এই সময় দেখতে পেল কিশোরকে। লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেদিকে এগিয়ে চলেছে। নিশ্চয় শব্দ কানে গেছে তার।

আসলেই গেছে। শব্দ শুনে কিশোর মনে করেছে, মুসা। ঝোপের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে। কাজেই সে-ও এগিয়ে চলেছে সেদিকে।

আপনমনেই হাসল আবার মুসা। কিশোর ভাবছে, ঝোপের ডাল সরালেই

রেখেছে লোকটা। মুসার এতটাই কাছে রয়েছে, তার হাঁপানোর শব্দও কানে আসছে মুসার।

পাথর হয়ে গেছে যেন সে। লোকটা কে? দেয়ালের ওপর কি করছিল? লুকিয়ে আছে কেন বনের মধ্যে? গোয়েন্দারা এখানে রেড ইনডিয়ান সেজে খেলতে আসবে জানা থাকলে কোনমতেই আসত না এখন হেয়ার ফরেস্টে, এটুকু পরিষ্কার।

মুখ তুলে তাকালেই তাকে দেখে ফেলবে। ভয়টা এ কারণেই পাচ্ছে মুসা।

নিচে সবাই ডাকাডাকি করছে। নেমে যেতে বলছে। সাহস পাচ্ছে না মুসা। জবাব দেয়ার সাহসও নেই। দম নিতেও ভয় পাচ্ছে, লোকটা যদি শুনে ফেলে। বার বার খোদাকে ডাকছে, যাতে হাঁচি চলে না আসে। কিংবা কেশে না ফেলে। ইঁদুরের মত স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছে কি ঘটে দেখার জন্যে।

লোকটাও তার মতই স্থির হয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে নিচে, ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। ইস্, সঙ্গে করে টিটুকে নিয়ে আসা উচিত ছিল—আফসোস করছে মুসা, সহজেই তাহলে লোকটার গন্ধ খুঁজে এখন চলে আসত গাছের গোড়ায়।

তাকে যে ফেলে আসা হয়েছে তার কারণও আছে। এত বেশি উত্তেজিত হয়, চেঁচামেচি করে, লুকোচুরি খেলা অসম্ভব। তা ছাড়া কে কোথায় আছে, নিমিষে গিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে। খেলা খতম।

অনেক ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজি করেও মুসার সাড়া না পেয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বাড়ি চলে গেছে সে। চলো, আমরাও চলে যাই। লোকটাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বোঝাই যাচ্ছে।'

হতাশ চোখে তাকিয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখল মুসা। বন থেকে বেরিয়ে সরু মেঠোপথে নামতে দেখা গেল ওদের।

লোকটাও দেখছে সবই। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে গাছ বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

ওপর থেকে ওর চাঁদি আর কান ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের গোড়ায় নেমে এত দ্রুত আবার হারিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে আর কিছুই দেখতে পেল না মুসা।

লোকটা নেমে যাওয়ার পরও আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে। আর কোন সাড়া পেল না লোকটার। কি করবে এখন? নেমে যাবে? সারারাত তো আর বসে থাকা যাবে না গাছের ওপর!

চার

গাছ থেকে নেমে পড়ল মুসা। গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সাবধানে তাকাতে লাগল চারপাশে। কাউকে দেখা গেল না। লোকটা নেই।

'খিচে একটা দৌড় মারা দরকার,' ভাবল সে। আরেকবার চারপাশে তাকিয়েই মারল দৌড়। কেউ বাধা দিল না ওকে। কেউ চিৎকার করল না। মাঠের মধ্যে বেরিয়ে দৌড়ানোর সময় লজ্জাই পেল, এত ভয় পেয়েছে বলে, যখন দেখল গরুগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

সোজা চলে এল কিশোরদের বাড়িতে। নিশ্চয় এখনও আছে সবাই। বাগানের পথ ধরে ছুটল ছাউনির দিকে। দরজাটা বন্ধ। ভেতর থেকে কথার শব্দ আসছে।

দরজায় জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করল সে। 'এই, জলদি খোলো! আমি!'

দরজা খুলে দিল কিশোর। 'এসো, ভেতরে এসো। বনের মধ্যে এত চেঁচান চেঁচালাম, জবাব দিলে না কেন? শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি,' ঘরের ভেতর পা রেখে বলল মুসা। 'খবর আছে। দারুণ খবর।'

'কি?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল সবাই। মুখের রঙ মুছতে মুছতে থেমে গেল কেউ কেউ।

'কিশোর যখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে ডাকতে লাগল,' মুসা বলল, 'সবই শুনেছি আমি। কাছেই ছিলাম। গাছের ওপর।'

'ও, ঠকিয়েছ!' বলে উঠল ডলি। 'এটা তো রেড ইনডিয়ান খেলার নিয়ম নয়?'

'কে বলল নিয়ম নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুসা। 'রেড ইনডিয়ানরা কি গাছে চড়তে পারে না নাকি? যাকগে, তোমার সঙ্গে বকবকানির সময় নেই। আসল কথা বলি। গাছে চড়ে বসে ছিলাম আমি। দেখি একটা লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে। আমার গাছটায় চড়তে শুরু করল। কিশোর যাকে দেখতে পেয়েছে সেই লোকটাই হবে।'

'বলো কি!' চেঁচিয়ে উঠল ডলি। 'তারপর? তুমি কি করলে?'

'কিছু না,' জবাব দিল মুসা। 'আমি অনেক ওপরে উঠে বসে ছিলাম। এত

ওপরে উঠল না সে। আমার নিচেই থাকল। কিশোর দেখার আগেই ওকে আমি দেখেছি। ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের ওপর উঠেছিল। ওখান থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঝোপের মধ্যে।'

'তারপর?' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না ফারিহা। 'শেষে কি করলে?'

'তোমরা সবাই চলে গেলে লোকটাও নেমে পড়ল গাছ থেকে। ঝোপে ঢুকে হারিয়ে গেল। আমি তখন গাছ থেকে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বন থেকে। সত্যিই, খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'এ রকম আচরণ করল কেন লোকটা?' অবাক হলো রবিন। 'দেখতে কেমন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'শুধু কান আর মাথার চাঁদি দেখেছি ওর। কিশোর দেখেছে হয়তো।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখেছ?'

'দেখেছি, মোটামুটি,' কিশোর বলল। 'ঝোপের মধ্যে আলো কম ছিল। ক্লীন শেভ, কালো চুল—অতি সাধারণ চেহারা। মনে রাখার মত নয়।'

'তারমানে ধরে নিতে হবে ওর সঙ্গে এটাই আমাদের শেষ দেখা,' ডলি বলল। 'হাতের কাছে এসেও ফসকে গেল একটা রহস্য। লোকটা ওখানে কেন এসেছিল, কি করছিল, কোনদিনই জানতে পারব না আমরা।'

'আমাদের বিকেলটাও মাটি করল,' অনিতা বলল। 'তবে ও না এলেও মুসাকে খুঁজে বের করতে পারতাম না। এরপর যখন এ ধরনের খেলা খেলতে যাব আমরা, নতুন আইন করা উচিত—গাছে চড়া যাবে না।'

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ফারিহা বলল, 'আজ তো আর কথা বলার সময় নেই। এরপর কবে মীটিঙে বসছি আমরা?'

'বুধবার বিকেলে বসা যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'চোখ কান খোলা রাখবে সবাই। কোন রহস্যই যেন ফসকে না যায়। আজ লোকটাকে ধরতে পারিনি বটে, কিন্তু কোনদিনই পারব না জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি শিওর কোন ধরনের অকাজ করতে এসেছিল ওখানে সে।'

ছাউনি থেকে বেরিয়ে যার যার বাড়ি ফিরে চলল সবাই। মুসা বাদে রহস্যময় লোকটার কথা বিশেষ ভাবছে না আর কেউ। তবে রাতের সংবাদে লোক্যাল টিভির একটা খবর আবার কান খাড়া করে দিল সবার।

'ওরিয়ন ফোর্টের বর্তমান মালিক মিসেস মার্থা ওরিয়নের অপূর্ব সুন্দর, দামী একটা মুক্তার হার আজ বিকেল বেলা চুরি গেছে তার শোবার ঘর থেকে,' সংবাদ পাঠক পড়ল। 'বাড়ির কেউ দেখেনি চোরটাকে। কেউ কোন শব্দও শোনেনি। চুরি

করে নিরাপদে পালিয়ে গেছে সে।' শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোফায় সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'তারমানে ওই ব্যাটাকেই দেখেছি আমরা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এখুনি ফোন করা দরকার মুসাদেরকে!'

ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ নেই। মেরিচাচী রান্নাঘরে। রাশেদ পাশা স্টাডিতে, জরুরী কাজে ব্যস্ত। তার চিৎকার কানে গেল না কারও।

পাঁচ

সে-রাতে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে রইল গোয়েন্দারা সবাই। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় মীটিং ডেকেছে কিশোর।

পরদিন সময়মত হাজির হয়ে গেল সবাই। ছাউনিতে আগে থেকেই বসে আছে কিশোর। একেকজন করে এল, আর দরজা খুলে দিতে লাগল সে। সবাই হাজির হলে শুরু হলো মীটিং।

'ফগটা গেছে বাঁচা গেছে,' কিশোর বলল। 'নইলে ঠিক এতক্ষণে নাক গলানো শুরু করে দিত আমাদের এখানে। নেকলেস চুরির সমাধান নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারত না সে।'

'তা পারত না,' মুসা বলল। 'তবে ফগ না থাকাতে মজা অনেকখানিই মাটি হলো আমাদের।' ফগের নাম শুনে টিটুকে কান খাড়া করে ফেলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, 'কি বলিস, টিটু?'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, তবে মুসার কথার জবাব দিল জোরাল স্বরে, 'খুফ! খুফ!'

'মুসা,' কিশোর বলল, 'কাল যে লোকটাকে দেয়ালে চড়তে দেখেছিলে তুমি, আমি যাকে ঝোপের মধ্যে দেখে ফেলেছি, আমার বিশ্বাস সেই লোকটাই চুরি করেছে মিসেস ওরিয়নের হারটা।'

'সত্যি!' চোখ বড় বড় করে বলল অনিতা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সে ছাড়া আর কেউ না। এখন কথা হলো, আমরা এখন কি করব? হারটা খুঁজে বের করতে পারলে, তারপর চোরটাকে ধরা গেলে, মন্দ হত না। ভালই একটা গোয়েন্দাগিরি হয়। কি বলো?'

দীর্ঘ নীরবতা। চুপচাপ ভাবতে লাগল সবাই। অবশেষে বব জিজ্ঞেস করল,

'কি ভাবে ধরব? দেখেছ তো ওকে কেবল তুমি আর মুসা, তা-ও পলকের জন্যে, ভালমত দেখতে পারোনি।'

'তা ঠিক,' মুসা বলল। 'আমি তো চেহারাটাও দেখতে পাইনি। খালি তার কান আর চাঁদি। শুধু এটুকু দেখে কাউকে শনাক্ত করা অসম্ভব। তা ছাড়া ওকে ধরার জন্যে জনে জনে চাঁদি দেখে তো আর বেড়াতে পারব না।'

হেসে ফেলল ফারিহা। 'একটা মই সঙ্গে রাখলে জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্যে। যখনই সন্দেহজনক কাউকে দেখবে, তার কাঁধে মই ঠেকিয়ে উঠে গিয়ে চাঁদিটা দেখে আসবে।'

আরও দু'তিনজন হাসল তার কথায়।

রবিন বলল, 'পুলিশকে জানালে কেমন হয়?'

'জানাতে পারলে তো ভালই হত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কি বলব ওদের? কাজে লাগে এমন কোন তথ্য দিতে পারব না। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি একটা লোককে, শুধু এটুকু বলে কোন লাভ নেই। তারচেয়ে আমার মনে হয় খানিকটা খোঁজ-খবর করে দেখা দরকার আমাদের, কিছু বের করতে পারি কিনা।'

'তবে আমার মনে হয়,' রবিন বলল আবার, 'পুলিশকে আগে জানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য চাওয়া সহজ হবে।'

ভোট নেয়া হলো। পুলিশের কাছে যাবার পক্ষেই ভোট বেশি পড়ল। সুতরাং ছাউনি থেকে বেরিয়ে শহরে রওনা হলো ওরা। ফগ নেই। তার জায়গায় সাময়িক কাউকে দেয়া হয়েছে কিনা, তা-ও জানে না। সরাসরি ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করারই সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

থানায় এসে বাইরের ঘরে ডিউটিরত এক তরুণ পুলিশ অফিসারকে ডেস্কে বসে থাকতে দেখা গেল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে? একটা বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি আমরা। মিসেস মার্থা ওরিয়নের চুরি যাওয়া হারটার ব্যাপারে।'

তরুণ অফিসার মুখ খোলার আগেই কি কাজে যেন দরজায় বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাদের দেখে হাসি ফুটল মুখে। 'আরে, তোমরা! কি খবর?'

'ওই চোরটার ব্যাপারে, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'কাল মিসেস ওরিয়নের হারটা যে চুরি করেছে। কাল বিকেলে ওকে বাড়ির বাইরের দেয়ালে চড়তে দেখেছে মুসা। দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে ঝোপে ঢুকেছিল। সেখানে আমি তাকে দেখে ফেলেছি। আমাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছে চড়ল। তার

আগেই সেটাতে উঠে বসে ছিল মুসা।'

প্রশ্ন করে করে প্রতিটি কথা ওদের কাছ থেকে শুনে নিলেন ক্যাপ্টেন। সন্তুষ্ট মনে হলো তাঁকে। বললেন, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, ওরিয়ন ফোর্টের ওই সাংঘাতিক উঁচু দেয়ালে চড়ল কি করে সে? বানরের মত বাইতে পারে নাকি? মই ব্যবহার করেনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, আমার কাছে এসে যে খবরটা দিয়ে গেলে, সে-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। চোখ খোলা রেখো। বলা যায় না, আবার সামনে পড়ে যেতে পারে লোকটা।'

'কিন্তু সামনে পড়লেও তাকে চিনব কি করে বুঝতে পারছি না,' ক্যাপ্টেনের উপস্থিতিতে যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। 'আমি দেখেছি এক পলকের জন্যে। খুবই সাধারণ চেহারা। মুসা দেখেছে শুধু ওর চাঁদি আর কান। যাই হোক, চেষ্টার ত্রুটি করব না। যে করেই হোক খুঁজে বের করার চেষ্টা করব লোকটাকে।'

থানা থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নামল ওরা।

'এখন আমরা সোজা সেই জায়গাটায় চলে যাব,' কিশোর বলল, 'যেখানে লোকটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে মুসা। কোন না কোন সূত্র নিশ্চয় পেয়ে যেতে পারি, কে জানে!'

ছয়

দল বেঁধে আবার হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা, আগের দিন বিকেলে যেখানে রেড ইনডিয়ান খেলতে গিয়েছিল।

'ঠিক কোনখানে লাফিয়ে পড়েছিল লোকটা; দেখাও তো?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভালমত দেখল মুসা। একটা হলি ঝাড়ের দিকে আঙুল তুলল।

'ওই যে হলি ঝাড়,' বলল সে, 'আর ওই ওকের চারাটা। দুটোর মাঝখানে পড়েছিল।'

'এসো,' কিশোর বলল, 'কাছে গিয়ে দেখি।'

দলবল নিয়ে গাছ দুটোর মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ওখান থেকে মুখ তুলে তাকাল দেয়ালের ওপর দিকে।

দশ-এগারো ফুটের কম হবে না। মই ছাড়া ওই দেয়ালে কি করে উঠল

লোকটা? সবচেয়ে লম্বা মানুষের পক্ষেও হাত তুলে দেয়ালের ওপরটা ধরা সম্ভব নয়। বেয়ে ওঠা অসম্ভব।

'এই যে, এখানে নেমেছিল,' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অনিতা। মাটির দিকে চোখ। হলি ঝাড়টা থেকে সামান্য দূরে গভীর দাগ হয়ে আছে।

সবাই দেখল।

'হ্যাঁ, পায়ের দাগই মনে হচ্ছে,' বব বলল। 'কিন্তু এ দিয়ে কি লাভ হবে? জুতোর পুরো ছাপটা বসলেও নাহয় কাজ হত। এ তো শুধু গোড়ালি।'

'দেয়ালের অন্যপাশে গেলে কেমন হয়?' কিশোর বলল। 'ভাগ্য ভাল হলে পুরো পায়ের ছাপই হয়তো পেয়ে যাব। চলো, গিয়ে মালীকে বলে কয়ে দেখি ঢুকতে দেয় কিনা। আমাদের দুধ দেয় যে লোকটা, তার বন্ধু ওই মালী। আমাকেও চেনে।'

'ভাল বুদ্ধি,' বব বলল।

কারও অমত নেই। সুতরাং বাড়ির গেটের দিকে রওনা হলো ওরা। সামনের বাগানে কাজ করছে মালী। লোহার বিশাল গেটটার কাছেই। ডাক দিতে মুখ তুলে তাকাল।

'বিটেল,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'আমাদের একটু ঢুকতে দেবেন? চোরটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি। কাল বিকেলে ওকে বনের দিকের দেয়ালের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছি। পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বলল চোখ খোলা রাখতে। সে-জন্যেই সামান্য খোঁজ-খবর করতে এসেছি।'

হাসল বিটেল। গেট খুলে দিল। 'তোমাদের সঙ্গে এলে নিশ্চয় কোন অসুবিধে হবে না? আমার মাথায়ই ঢুকছে না অত উঁচু দেয়াল টপকাল কি করে লোকটা! কাল বিকেলে সারাক্ষণই এখানে কাজ করেছি আমি। গেট দিয়ে ঢুকলে দেখতে পেতাম। এদিক দিয়ে আসেনি।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল গোয়েন্দারা। সঙ্গে এল বিটেল। দেয়ালের ওপর দিয়ে হলি ঝাড় আর ওকের চারার মাথাটা দেখতে পেল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল।

'এখানেই দেয়ালের ওপর দেখেছি তাকে,' বলল সে। 'পায়ের ছাপগুলো আছে কিনা এখন দেখা যাক।'

দাগ পাওয়া গেল মাটিতে। তবে পায়ের ছাপ নয়।

ঝুঁকে ভাল করে দেখতে লাগল সবাই দাগগুলো।

'অদ্ভুত, তাই না?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'গোল গোল, তিন ফুট চওড়া, ঝাড়ুর মাথা দিয়ে খুঁচিয়েছে যেন কেউ মাটিতে।...না, খোঁচায়নি, চাপ

দিয়েছে। দাগগুলোর দূরত্ব একটা থেকে আরেকটার প্রায় সমান। জুতোর গোড়ালি হতেই পারে না। কিসের দাগ এগুলো, বিটেল, বলতে পারেন?'

'না, পারব না,' বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল বিটেল।

সবাই তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। গোল দাগগুলোর রহস্য ভেদের চেষ্টা করছে। যতই দেখছে, ততই স্থির নিশ্চিত হচ্ছে, লোহার গোল আংটা পরানো ঝাড়ুর মাথা দিয়ে মাটিতে জোরে জোরে চাপ দিয়েছে কেউ। কিন্তু এ কাজ কেন করল? ঝাড়ুর সঙ্গে দেয়ালে চড়ারই বা কি সম্পর্ক?

'মই যে ব্যবহার করেনি, বাজি রেখে বলতে পারি,' বিটেল বলল। 'আমাদেরগুলো সব ছাউনিতে তালা দিয়ে রেখেছি। চুরির খবর শোনার পর গিয়ে দেখেও এসেছি ওগুলো। যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে সব। চোরটা কি করে দেয়ালে চড়ল, আমার মাথায় ঢুকছে না কোনমতেই।'

'আমার মনে হচ্ছে লোকটা দড়াবাজিকর,' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ফারিহা। চোখে পড়ল একটা জিনিস। উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'দেখো দেখো, কি ওটা?' হাত তুলে বলল সে। 'ওই যে, দেয়ালের ওপরের দিকে ইঁটের কোনাটা বেরিয়ে আছে যে ওটাতে।'

সবাই তাকাল।

'উলের মত মনে হচ্ছে,' অনিতা বলল। 'মনে হয় চড়ার সময় চোরটার কাপড়ে ইঁটের খোঁচা লেগেছিল। ছিঁড়ে আটকে গেছে সুতোটা।'

'দেখি, এখানে এসো তো, মুসা;' বলে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে চড়ে নামিয়ে আনি ওটা। জরুরী সূত্র হতে পারে।'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। মুসার কাঁধে চড়তে কিশোরকে সাহায্য করল রবিন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল কিশোর। ইঁটের কোনা থেকে খুলে নিল উলের টুকরোটা। লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। দেখার জন্যে ঘিরে এল সবাই। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

খুব সাধারণ একটা জিনিস। নীল রঙের উলের সুতো, তাতে এক গাছি লাল সুতোও রয়েছে। গভীর মনোযোগে সুতোটা দেখতে লাগল সবাই।

'মনে হচ্ছে চোরটার জারসি থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেছে,' অবশেষে বলল কিশোর। 'তারমানে এখন নীল রঙের একটা পুলওভার পরা লোককে খুঁজতে হবে আমাদের। পোশাকটায় লাল রঙের সুতোও আছে।'

এরপর আরও একটা জিনিস খুঁজে পেল ওরা। উত্তেজনা বাড়ল তাতে।

সাত

সূত্রটা খুঁজে বের করল টিটু। শুরু থেকেই মাটি শুঁকে চলেছে সে। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে এদিকে শোঁকে, ওদিকে শোঁকে। মাটিতে বসে যাওয়া গোল চিহ্নগুলো শুঁকতে শুঁকতে আচমকা ঘাউ ঘাউ শুরু করল সে।

সবাই তাকাল ওর দিকে।

'কি হয়েছে, টিটু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চিৎকার করতেই থাকল কুকুরটা। খানিকটা ঘাবড়েই গেল মেয়েরা—ফারিহা, অনিতা আর ডলি। এমন করে চেঁচাচ্ছে কেন? চারপাশে তাকাতে শুরু করল ওরা। যেন ভয় পাচ্ছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে দেখবে কাউকে।

ওপর দিকে মুখ তুলে পাগলের মত চিৎকার করেই চলল টিটু।

'আরে থাম!' ধমক লাগাল কিশোর। 'কি দেখেছিস বলবি তো? থাম্ না! আহ্!'

টিটুর দেখাদেখি সবাই মুখ তুলল। দেখতে চাইল কি দেখে অমন চিৎকার করছে কুকুরটা। ওরাও দেখতে পেল। একটা সরু ডালের ভাঙা শুকনো মাথায় আটকে রয়েছে একটা ক্যাপ।

'আরি! ক্যাপ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'চোরের নাকি?'

'চোর ওটা ওখানে ছুঁড়ে দিতে যাবে কেন?' ফারিহার প্রশ্ন। 'চোরেরা নিশ্চয় পালানোর সময় গাছের ডালে ফেলে রেখে যায় না তাদের ক্যাপ!'

এত উঁচুতে, ক্যাপটার কাছে পৌঁছানো মুশকিল। দেয়ালের মাথা যতটা উঁচুতে, তার চেয়ে বেশি। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্যে একটা লাঠি আনতে গেল বিটেল।

'ছুঁড়ে মেরেই কেবল ওখানে ঝোলানো সম্ভব,' বব বলল। 'এ থেকেই বোঝা যায় ক্যাপটা চোরের নয়। কোন চোর এ ভাবে ক্যাপ রেখে যাবে না। নিজেকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে এ রকম মূল্যবান সূত্র।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল, 'চোরের ক্যাপ এটা না-ও হতে পারে। নিশ্চয় কোন ভবঘুরে দেয়ালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ফিরে এল বিটেল। ওটার মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে

মাটিতে ফেলল ক্যাপটা। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিটু।

'ফেল, টিটু; রেখে দে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

মুখ থেকে ফেলে দিল টিটু। আহত মনে হলো তাকে। এ রকম ব্যবহার করা হলো কেন তার সঙ্গে? ক্যাপটা সে-ই তো আবিষ্কার করেছে। করেনি? একবার অন্তত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল তাকে।

ময়লা পুরানো ক্যাপটা দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। মোটা সুতো দিয়ে বানানো। এক সময় খোপ খোপ ডিজাইন ছিল। এখন এতই ময়লা, দেখাই যায় না প্রায়।

মুখ বাঁকিয়ে জিনিসটার দিকে তাকাল ফারিহা। 'উঁহু, কি ময়লার ময়লা রে! ভবঘুরেটাও বোধহয় মাথায় রাখতে পারছিল না আর, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল দেয়ালের ওপর দিয়ে। গাছে গিয়ে আটকেছে। এটা কোন সূত্র না।'

'আমারও মনে হয় না,' টুপিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল রবিন। 'রেখে আর কি হবে। আমাদের কোন কাজে লাগবে না এটা। অত খুশি হওয়ার কিছু নেই রে, টিটু। এমন সাংঘাতিক কোন আবিষ্কার করে ফেলিসনি।'

ক্যাপটা দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল রবিন।

বাধা দিল কিশোর। 'রাখো, রাখো! ফেলে দিও না। বলা যায় না কিছু। ফেলে দেয়ার পর যদি বুঝতে পারি মূল্যবান সূত্র ছিল এটা, পরে তাহলে মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া উপায় থাকবে না। যদিও এখন কোন রকম সূত্রই মনে হচ্ছে না এটাকে আমার কাছে।'

'এই দুর্গন্ধওলা টুপি তাহলে তোমার কাছেই থাক,' কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন। 'বাপরে বাপ, কি বিটকেলে গন্ধ! নোংরার হদ্দ লোকটা!'

নির্বিবাদে টুপিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। নীল উলের সুতোটা সাবধানে ভরে রাখল নোটবুকে। তারপর মাটির দিকে তাকাল আবার, গোল গোল দাগগুলোর দিকে।

'আমার মনে হয় এগুলোরও একটা নোট রাখা দরকার,' মুখ তুলল সে। 'কারও কাছে মাপার কোন কিছু আছে?'

বব্বের কাছে একটা সুতোর গোলা পাওয়া গেল। সাবধানে দাগগুলো মাপল কিশোর। সুতোয় গিঁট দিয়ে চিহ্ন রাখল যাতে বোঝা যায় দাগগুলো কতখানি চওড়া। প্রতিটি দাগই এক রকম, এক সমান, কোন হেরফের নেই। মাপা শেষ করে গিঁটের কাছ থেকে কেটে নিয়ে সুতোর এই টুকরোটাও নোটবুকে রেখে দিল।

'আমার মনে হচ্ছে এই দাগগুলোও কোন ধরনের সূত্র,' নোটবুকটা পকেটে

রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কি এগুলো, এখন কোন ধারণাই করতে পারছি না।'

বিটেলকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। মাঠের ওপরের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে চলল। সূত্র যা পাওয়া গেছে, সেগুলো খুব একটা সুবিধের লাগল না ওদের কাছে। তবে হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর পাশা।

'আমি এখনও বলছি,' ফারিহা বলল, 'কোন দড়াবাজিকরের কাজ। সাধারণ লোকের পক্ষে ওই দেয়াল টপকানো অসম্ভব।'

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠেছে ওরা। যেন ফারিহার কথার সমর্থনেই একটা দেয়ালের কাছে এসে দেখতে পেল বড় একটা পোস্টার লাগানো রয়েছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকাল ওরা। কিন্তু হঠাৎ এমন চিৎকার করে উঠল রবিন, চমকে গেল সবাই।

'দেখো কাণ্ড!' চিৎকার করে বলতে লাগল সে। 'আরে এ তো সার্কাসেরই পোস্টার। দেখো না কত কিছু আছে, সিংহের খেলা, ঘোড়ার খেলা, ভালুক, ভাঁড়...আর এই দেখো দড়াবাজিকর। দড়াবাজিকর, আরে! ফারিহা বলতে না বলতেই সার্কাস পার্টি এসে হাজির!'

'বলতে না বলতে নয়,' কিশোর বলল, 'ও বলার আগেই এসেছে ওরা। তাঁবুটাবু খাটানোর পর পোস্টার লাগিয়েছে।'

একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকল ওরা। ভীষণ উত্তেজনায় কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। সবার মনেই এক ভাবনা, ওখানেই গিয়ে খোঁজা দরকার। পারলে এখনই!

আট

ঘড়ি দেখল কিশোর।

'ধুর!' হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'লাঞ্চের সময় তো হয়েই গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। আড়াইটার সময় আবার আমাদের বাড়িতে চলে এসো সবাই। আলোচনায় বসব।'

'উঁহু,' ডলি বলল। 'আমি আর অনিতা পার্টিতে যাচ্ছি। না গিয়ে পারব না।'

'আমাদের বাদ দিয়ে মীটিংটা কোরো না, কিশোর,' অনুরোধ করল অনিতা।

'আমিও আসতে পারব না,' বব বলল। 'বাড়িতে জরুরী কাজ আছে, মা বলে দিয়েছে। মীটিঙে কাল বসলে কেমন হয়? চোরটা যদি সার্কাসের দড়াবাজিকরই হয়ে থাকে, তাহলে এক রাতে সে পালিয়ে যাচ্ছে না। সার্কাস যতদিন থাকে, সে-ও থাকবে।'

'সার্কাসের লোক হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। আমি আসলে কিছু ভেবে বলিনি,' ফারিহা বলল। 'আমার মনে হয়েছিল দড়াবাজিকরের পক্ষে সম্ভব। সার্কাস পার্টি এসে গেছে এখানে, জানিই না।'

'যাই হোক, তদন্ত করে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'সার্কাস পার্টিটা এসেছে বলেই চুরিটাও হয়েছে, তার কারণ চোর ওখানেই লুকিয়ে আছে। সে যাকগে, এ সবই অনুমান। ঠিক আছে, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় আবার মীটিং। ইতিমধ্যে অনেক সময় পাবে ভাবার। সূত্রগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কালকে জানিও কে কি ভেবেছ। সার্কাসে যাওয়ার কোন দরকার আছে কিনা, সেটাও ভেবে দেখো।'

সারাটা দিনই সেদিন ভাবল সবাই। এমনকি পার্টিতে বসেও ফিসফিস করে আলোচনা করল ডলি আর অনিতা।

'সার্কাসে গিয়ে খোঁজাটাই ঠিক হবে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' অনিতা বলল। 'তোমার কি মনে হয়, ডলি? দড়াবাজিকরদের দিকে নজর রাখা যাবে ওখানে গেলে। লোকটাকে দেখলে হয়তো চিনেও ফেলতে পারে কিশোর।'

পরদিন সকালে যখন কিশোরদের ছাউনিতে মীটিং বসল, আলোচনার শুরুতেই বলে উঠল বব, 'আমি সার্কাসে যাবার পক্ষে।'

'আমার আর অনিতারও একই মত,' ডলি বলল।

'আমিও,' রবিন বলল।

মুসা আর ফারিহাও সার্কাসে যাবার পক্ষে।

'তোমার কি মত, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গেলেই ভাল হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আজ বিকেল থেকে শুরু হচ্ছে শো। আমার ইচ্ছে, সবাই যাব আমরা। তবে বেশি আশা কোরো না। লোকটাকে মাত্র এক নজর দেখেছি, তা-ও ঝোপের ভেতরের আবছা অন্ধকারে। দড়াবাজিকরদের মধ্যে সে থাকলেও দেখে চিনতে পারার আশা খুবই কম।'

'তুমি বললে ক্লীন শেভ করা ছিল ওর,' মুসা বলল। 'কালো চুল। আমি দেখেছি চাঁদিতে বিচ্ছিরি একটা গোল টাক। তোমার দেখা আর আমার দেখা

মিলে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে চেহারার। তবে এটুকু দিয়ে কোন লোককে খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন।'

'টাকা আছে তোমাদের কাছে?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অনিতা। 'সার্কাসের টিকেট কেনার? আমার কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই। যা ছিল সমস্ত দিয়ে কাল বার্থডে পার্টির উপহার কিনে নিয়ে গেছি।'

যার যার পকেট হাতড়ানো শুরু করল ওরা, কিশোর বাদে। যে যা পেল বের করে এনে সামনের একটা বাক্সের ওপর রাখল। টেবিলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাক্সটা।

গুনে দেখল কিশোর। বলল, 'অনেক কম। অসুবিধে নেই। বাকিটা আমি দিয়ে দেব।'

সবাই জানে ওরা, প্রচুর হাতখরচ পায় কিশোর। সব সময়ই টাকা থাকে তার পকেটে।

আরও খানিক আলোচনার পর কিশোর বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। সার্কাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে সার্কাসের মাঠে হাজির থাকবে সবাই। দেরি করবে না কিন্তু। লাল রঙের সুতোর মিশ্রণ আছে এমন নীল পুলওভার পরা কাউকে দেখলে তার ওপর নজর রাখবে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, ওই রঙের উলের কাপড় ছিল চোরটার পরনে।'

কাঁটায় কাঁটায় সময়ে সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল ওরা। টিকেট বক্সের কাছে গিয়ে সাতটা টিকেট কিনল কিশোর। ভীষণ উত্তেজিত সব। সার্কাস জিনিসটাই মজার, তার ওপর সেখানে যদি চোর খুঁজতে যাওয়া হয়, তাহলে তো আরও মজা।

ভেতরে ঢুকে সীটে বসল ওরা। চোখ বিশাল তাঁবুটার মাঝের গোল জায়গাটার দিকে। রিং। যেখানে সার্কাস দেখানো হবে। একটা বাঁশি বেজে উঠল। দ্রিম দ্রিম বাড়ি পড়ল ঢাকে। শুরু হলো ব্যান্ড। রিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

ঘোড়াগুলোকে ঢোকানো হলো। কেমন গর্বিত পদক্ষেপ ওদের। মাথায় বিশেষ ব্যবস্থায় খাড়া করে রঙিন পালক গোঁজা। একপাশে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো ওদের। এল ভাঁড়েরা। ডিগবাজি খেতে খেতে ঢুকল রিঙের মধ্যে। সমানে চিৎকার করছে। ভালুকগুলোকে আনা হলো এরপর। একের পর এক খেলোয়াড়েরা এসে ঢুকতে লাগল রিঙের মধ্যে। আন্তরিক হাসি হেসে স্বাগত জানাতে লাগল দর্শকদের।

দড়াবাজিকরদের খেলা দেখানোর অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইল গোয়েন্দারা। ভাঁড় আর ভেলকিবাজ আছে মোট পাঁচজন, দু'জন আছে রন-পায় চড়ে হাঁটে, সাইকেলের খেলা দেখানোর জন্যে আছে আরও পাঁচজন–তাদের বিচিত্র সাইকেলগুলো নিয়ে হাজির। এদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকেই দড়াবাজির খেলা জানে, কিন্তু কে কে, বলা কঠিন।

'প্রথমে ঘোড়ার খেলা,' রবিন বলল। 'সঙ্গে ভাঁড়েরা তো থাকছেই। তারপর আসবে দড়াবাজিকরেরা।'

সুতরাং অপেক্ষা করে রইল ওরা। ঘোড়ার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিতে লাগল। ভাঁড়দের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে পানি এসে গেল চোখে। পেট ব্যথা করতে লাগল।

'এইবার আসবে দড়াবাজিকরেরা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মুসা, খেয়াল রাখো!'

নয়

দড়াবাজিকরেরা এল। সোজা হয়ে পায়ে হেঁটে নয়। চার হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটাকে চাকার মত ঘোরাতে ঘোরাতে। একজন এল দুই হাতে হেঁটে। পা তুলে শরীরটাকে উল্টো করে ঘুরিয়ে এনে এমন গোল করে ফেলল, মাথাটা ঢুকে গেল দুই পায়ের ফাঁকে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে।

কিশোরের গায়ে গুঁতো দিল মুসা। 'কিশোর, দেখো, এই লোকটার ক্লীন শেভ। কালো চুল। ঝোপের মধ্যে একেই দেখোনি তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, এ-ও হতে পারে। বাকি সবার তো দেখা যাচ্ছে গোঁফ আছে। একমাত্র এরই নেই। দেখা যাক, উঁচুতে লাফিয়ে ওঠার খেলা দেখায় কিনা।'

সাত জোড়া চোখ আঠার মত সেঁটে রইল যেন এই লোকটার গায়ে। বাকি সবার গোঁফ আছে যেহেতু, সন্দেহের তালিকা থেকে ওরা বাদ, কিন্তু এ লোকটার গোঁফও নেই, চুলও কালো। ওদের সন্দেহভাজন লোকটি এরই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

লাফিয়ে কি শূন্যে উঠতে পারে ও? খাড়া দেয়ালে কি ভাবে চড়তে হয়

দেখাবে ওদের? আগ্রহে ফাটতে ফাটতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। দড়াবাজিকরদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে দক্ষ, তার খেলা দেখেই বোঝা গেল। পালকের মত হালকা যেন ওর শরীর। রিঙের মধ্যে এমন করে লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে স্প্রিঙের সাহায্যে ছুঁড়ে মারছে শরীরটা, নেমে আসছে অতি আলতো ভঙ্গিতে, যেন মাটিই ছুঁতে চাইছে না পা।

দড়িতে হাঁটার ব্যাপারেও ভীষণ দক্ষ সে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে তাঁবুর প্রায় চূড়ার কাছাকাছি একটা লম্বা দড়ি টানটান করে বাঁধা হয়েছে। একটা লম্বা মই খাড়া করে দেয়া হয়েছে ওখানে ওঠার জন্যে। এমন ভাবে তরতর করে উঠে যেতে লাগল সেটা বেয়ে, মনে হতে লাগল বারো ফুট উঁচু একটা দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব এ লোকের পক্ষে।

'মনে হচ্ছে এই লোকটাই আমাদের চোর,' কিশোরের দিকে কাত হয়ে এসে ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

সম্ভাবনা আছে। তবে হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। অন্য কাউকে সন্দেহও হচ্ছে না। তাই আর কারও ওপর নজর না দিয়ে এরপর আরাম করে বসে সার্কাস দেখতে লাগল ওরা।

খুব ভাল সার্কাস। খেলুড়ে ভালুকরা এল এরপর। নিজেরা নিজেরা বক্সিং খেলল খানিকক্ষণ। তারপর ঘুসোঘুসি শুরু করল ওদের ট্রেনারের সঙ্গে। একটা বাচ্চা ভালুক তার ট্রেনারের এতই ভক্ত হয়ে পড়েছে, এমন করে পা আঁকড়ে ধরে রইল, ছাড়তেই চায় না।

ফারিহার খুব দুঃখ হতে লাগল, ইস্, এ রকম একটা পোষা ভালুক ছানা যদি থাকত তার! অনিতার দিকে কাত হয়ে বলল, 'বড় সাইজের পুতুলের মত, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল অনিতা।

আবার খেলা দেখাতে এল দু'জন ভাঁড়। তাদের পর রন-পাওলারা। রন-পায় চড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। ওদের পেছনে লাগল ভাঁড়েরা। মুখ ভেঙচে, জিভ দেখিয়ে, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে এগোল ভাঁড়েরা। ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রন-পা থেকে। কিন্তু এতই দক্ষ রন-পাধারীরা, কোন মতেই ফেলা গেল না ওদের।

এরপর ভেতরে এনে ঢোকানো হলো শক্ত একটা খাঁচা। সিংহের খাঁচা। গর্জন করে উঠল সিংহগুলো। কুঁকড়ে গিয়ে পেছনে সরে যেতে চাইল ফারিহা।

'এগুলোকে আমার ভাল লাগছে না,' বলল সে। 'বাপরে, ওই সিংহটাকে

দেখো, টুলের ওপর চড়ছে। ভাবসাব ভাল না মোটেও, দেখেছ। ট্রেনারের ওপরই না লাফিয়ে পড়ে।'

কিন্তু পড়ল না সিংহটা। নিজের কাজ বোঝে ওটা। বাকি সিংহগুলোর সঙ্গে মিলে দারুণ সব খেলা দেখাতে লাগল। গরগর করছে, গর্জন করছে, মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ভাবে হিসিয়ে উঠছে, বেড়াল গোষ্ঠীর প্রাণীরা যা করে। খেলা দেখানো শেষ করে ট্রেনারের নির্দেশে এক এক করে খাঁচায় ফিরে গেল আবার ভয়াল প্রাণীগুলো।

তারপর ঢুকল বিরাট একটা হাতি। নানা রকম খেলা দেখানো শেষে যখন তার ট্রেনারের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে শুরু করল, বল ছুঁড়ে মারল দর্শকদের দিকে, ফেটে পড়ল যেন পুরো তাঁবু। হই-হট্টগোল, চিৎকার, হাততালিতে কানে তালা লাগার জোগাড়।

শো এতই ভাল লাগল গোয়েন্দাদের, খেলা শেষে আবার যখন মাঠে বেরিয়ে আসতে হলো, খারাপই লাগল।

'ইস্, সব সময়ই যদি আমাদের তদন্তটা হত সার্কাসে চোর ধরতে আসা, কি মজাই না হত তাহলে,' আফসোস করে বলল ফারিহা। 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার? কালো-চুল লোকটাই চোর? দড়াবাজিকরদের মধ্যে তো একমাত্র ও-ই সন্দেহভাজন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সবারই গোঁফ আছে, কেবল ওই লোকটার বাদে। ওর সঙ্গে এখন কথা বলতে পারলে হত। মুখ ফসকে কোন সূত্র হয়তো দিয়েও ফেলতে পারে।'

'কিন্তু কথাটা শুরু করব কিভাবে ওর সঙ্গে?' ববের প্রশ্ন।

'খুব সহজ। আমরা গিয়ে ওর অটোগ্রাফ চাইব। মোটেও সন্দেহ করবে না সে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বব। কিশোরের বুদ্ধি তাকে অবাক করে। সমস্যার সমাধান যেন রেডি হয়ে থাকে ওর মগজে।

'দেখো দেখো,' ডলি বলে উঠল, 'ওই লোকটা না? ওই যে, ভালুকের ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলছে যে। হ্যাঁ, ওই লোকই। এখন কি চোরটার মত লাগছে ওকে?'

চোরের মত লাগছে কিনা এ জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'জলদি এসো! ওর সঙ্গে কথা বলার এইই সুযোগ। চোখ-কান খোলা রাখবে সবাই। কোন সূত্র যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।'

প্রায় দৌড়ে এসে দড়াবাজিকরকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল লোকটা। 'আরে, কি চাও তোমরা?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল সে। 'দড়ির ওপর কি করে হাঁটতে হয় শেখার ইচ্ছে?'

'না।' খুব বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার অটোগ্রাফ, প্লীজ।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। রিঙের চেয়ে এখানে অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে ওকে।

কিশোরের কথা শুনে হেসে উঠল লোকটা। লাল একটা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

'তাঁবুর ভেতরে সাংঘাতিক গরম,' বলল সে। 'অটোগ্রাফ? দাঁড়াও, দিচ্ছি। আগে এই ভয়াবহ জিনিসটা খুলে নিই। মগজ গলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে।'

এক টানে পরচুলাটা খুলে আনল দড়াবাজিকর। মাথাটা পুরোপুরি টাক। ওরা তো হাঁ।

দশ

বোকা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। লোকটার একেবারে চাঁদিতে হাতে গোণা কয়েকটা রেশমের মত বাদামী রোঁয়া বাদে চুল বলতে আর কিছুই নেই মাথায়। এ লোক চোর নয়। মুসা যে লোকটাকে দেখেছে, তার কালো চুল, চাঁদির সামান্য পেছনে ছোট্ট গোল একটা টাক।

পরচুলাটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল মুসা। এমনও হতে পারে, এটা মাথায় দিয়েই হার চুরি করতে গিয়েছিল চোরটা। কিন্তু পরচুলার কোনখানে কোন রকম ফোকর দেখতে পেল না, যেটাকে টাক বলে মনে হয়। কিংবা কৃত্রিম টাকও বানানো নেই কোথাও। ঘন কালো চুলে ঢাকা পরচুলা।

'আমার পরচুলার ব্যাপারে খুব আগ্রহ মনে হচ্ছে তোমাদের?' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'তোমরা বোধহয় জানো না, দড়াবাজিকরদের টাকমাথা হওয়া চলে না। দৈহিক যে কোন খুঁত দর্শকের কাছে যেন রীতিমত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সার্কাসের সব খেলোয়াড়কেই দেখা যেতে হবে যতটা সম্ভব অল্পবয়েসী, চকচকে। নইলে কেন যেন মেনে নিতে চায় না দর্শক। খুশি হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের অটোগ্রাফ নেবে না?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি কাগজ আর কলম বের করে দিল কিশোর।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে কাছে এসে দাঁড়াল এ সময় ভালুকছানাটা।

'ইস্, কি সুন্দর!' চিৎকার করে উঠল ফারিহা। 'আমদের কাছেই এসেছে, তাই না? এই, আয়, আয়!'

সত্যি সত্যি ফারিহার কাছে চলে এল ছানাটা। তার পায়ে গা ঘষতে শুরু করল। নিচু হয়ে ওটাকে তুলে নিতে গেল সে। বেজায় ভারী। আকার দেখে অতটা মনে হয় না। গোমড়ামুখো একটা যুবক ছুটতে ছুটতে এল ওটার পেছনে। রুক্ষ ভঙ্গিতে রোমশ ঘাড়টা চেপে ধরল।

'অ্যাই, শয়তান কোথাকার!' ঘাড় ধরে এমন করে ঝাঁকাতে শুরু করল ছানাটাকে, কুঁই কুঁই করে উঠল বেচারা।

'আহা, এমন করে মারছেন কেন?' প্রতিবাদ জানাল ফারিহা। 'এত সুন্দর ছানা। আমাদেরকে দেখতে এসেছিল। অপরাধ তো কিছু করেনি।'

লোকটার গায়ে ঢোলা গেঞ্জী। পরনে একটা ময়লা ফ্লানেলের ট্রাউজার। মাথায় খয়েরী কাপড়ের ক্যাপ।

ছানাটাকে নিয়ে চলে গেল লোকটা। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এ-ও কি সার্কাসে কাজ করে নাকি? কই, রিঙে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'কেন, রন-পাওলাদের একজন,' গভীর মনোযোগে একের পর এক সই দিয়ে চলেছে দড়াবাজিকর। মনে হয় না ওর অটোগ্রাফ কেউ নিতে আসে। সে-জন্যে খুশি হয়েই দিচ্ছে। 'ওর নাম ডুরেক। জানোয়ারগুলোকে দেখাশোনা করাটা তার বাড়তি কাজ। এসো না কোন এক সময়, ভালুকের খাঁচার কাছে নিয়ে যাব। ভালুকগুলো খাঁচার মধ্যে কি করে দেখতে পারবে। বুড়ো হাতিটাও দু'একটা বাড়তি বনরুটি পেলে খুশি হবে। সঙ্গে করে নিয়ে এসো, নিজের হাতেই খাওয়াতে পারবে। অত বড় শরীর হলে কি হবে, খুবই ভদ্র।'

'সত্যি দেখাবেন?' ভালুকছানাটার কথা মনে করে কোন কিছু না ভেবেই বলে বসল ফারিহা, 'আসব। কালই চলে আসি, কি বলেন?'

'আসো। কাল সকালে,' দড়াবাজিকর বলল। 'এসে আমার খোঁজ কোরো, আমি আশেপাশেই থাকব। আমার নাম রইস।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ যখন আর ধারে কাছে রইল না শোনার মত, ফারিহা বলল, 'ওই লোকটা চোর না হওয়াতে বরং খুশিই হয়েছি আমি। তবে পরচুলাটা যখন খুলে নিয়েছিল, চমকে গিয়েছিলাম।'

'আমিও,' কিশোর বলল। 'গাধা মনে হয়েছিল নিজেকে। রইসকে দেখে মনে হয়েছিল ঝোপের মধ্যে এই মুখই বুঝি দেখেছি। কিন্তু পরে যখন পরচুলাটা খুলে ফেলল, রীতিমত বোকা হয়ে গেলাম। ঝোপের মধ্যে যাকে দেখেছি রইসের চেয়ে তার বয়েসও অনেক কম।'

'চেহারার সূত্র দিয়ে আসলে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বোঝা যাচ্ছে,' রবিন বলল। 'তারচেয়ে ওর পোশাকের দিকেই বরং নজর দেয়া যাক। নীল পুলওভার, লাল সুতোর মিশ্রণ।'

'এটাও তেমন কোন সূত্র না,' অনিতা বলল। 'কত লোকেরই ওই রঙের পুলওভার আছে। ক'জনকে সন্দেহ করব?'

'তুমি কোন বুদ্ধি দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

পারল না অনিতা। কেউই পারল না।

'তারমানে গেলাম আটকে আবার,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্যটা অদ্ভুত। একবার মনে হয়, সমাধান হয়ে গেল বুঝি। পরক্ষণে দেখি, হয়নি। আগের জায়গাতেই রয়ে গেছি।'

'সার্কাসের মাঠে যাবে নাকি আবার কালকে,' অনিতা জিজ্ঞেস করল। 'চোরটাকে ধরতে অবশ্যই নয়। কারণ জেনেই তো গেলাম, সার্কাসের দড়াবাজিকর হারটা চুরি করেনি। যেতে চাই আসলে জানোয়ারগুলোকে দেখতে।'

'ঠিক,' ফারিহা বলল। 'ওই ভালুকের বাচ্চাটাকে দারুণ ভাল লাগে আমার। বুড়ো হাতিটাকেও আরও কাছে থেকে দেখব।'

'আমি যাব না,' মানা করে দিল ডলি। 'হাতি আমার ভীষণ ভয় লাগে। অত্তবড় জীব!'

'আমারও অসুবিধে আছে,' রবিন বলল। 'বব, তুমি কি করবে? যাবে? কাল না আমাদের স্ট্যাম্প জোগাড় করতে যাওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, তাই যাব,' বব বলল। 'অকারণে আর সার্কাসের মাঠে গিয়ে লাভ কি? যা দেখার তো দেখেই এসেছি। ভালুক আর হাতির সঙ্গে খাতির জমানোর এক বিন্দু ইচ্ছে আমার নেই।'

'তাহলে আমরাই যাব,' কিশোর বলল। 'আমি, ফারিহা, মুসা আর অনিতা। তোমরা যে যেখানেই যাও, নীল পুলওভারের দিকে নজর রাখবে। চোখ খোলা রাখলে কখন যে কি চোখে পড়ে যাবে বলা যায় না।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। তখনও জানে না সে, আগামী দিন কি জিনিস আবিষ্কার করতে যাচ্ছে অনিতা।

এগারো

পরদিন সকালে সার্কাসের মাঠে দেখা হলো কিশোর, মুসা, ফারিহা আর অনিতার। টিটুকে সঙ্গে নেয়নি। কারণ গাছের মত মোটা গোড়ালির চারপাশে ছোট্ট কুকুরটাকে ঙকতে ঙকতে ঘুরঘুর করতে দেখলে নিশ্চয় পছন্দ করবে না বিশাল হাতিটা।

ফেলে রেখে আসাতে ভীষণ রেগে গেছে টিটু। বাড়ির বাইরে এসেও ওর খেউ খেউ কানে এসেছে কিশোরের।

ফারিহাকে সে-কথা বলতে সে বলল, 'বেচারা টিটু! নিয়ে এলেই ভাল হত। কিন্তু অনেক জানোয়ারই তাকে পছন্দ করবে না। ভালুক, সিংহ, কেউ না। বেশি খুঁতখুঁতে তো, বোধহয় সে-কারণেই অন্য জানোয়ারেরা দেখতে পারে না ওকে।'

সার্কাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সার্কাসের লোকজনকে। সাধারণ পোশাকে পুরোপুরি অন্য রকম লাগছে ওদের। রিঙের মধ্যে যতটা লাগে, এখন অতটা ভাল লাগছে না।

মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে কালো হয়ে যাওয়া পাত্রের মধ্যে রাঁধছে কেউ কেউ। বাতাসে ভেসে আসছে সুগন্ধ। নাক কুঁচকে বাতাস টানল মুসা। খিদে পেয়ে গেল তার।

রইসকে দেখতে পেল ওরা। কথা রেখেছে দড়াবাজিকর। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। হাতিটার সঙ্গে ওদের খাতির করিয়ে দিল সে। মৃদু হাঁক ছেড়ে ওদের স্বাগত জানাল ওটা। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ফারিহাকে তুলে বসিয়ে দিল তার বিশাল মাথাটায়। চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল ফারিহা।

এরপর ছোট্ট ভালুকটার খোঁজে চলল ওরা। ওদের দেখে ওটাও খুশি হলো। খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা বাড়িয়ে ওদের হাত ছোঁয়ার চেষ্টা করল। খাঁচার তালা খুলে ওকে বের করে আনল রইস। তার পা আঁকড়ে ধরে পাশ দিয়ে মুখ বের করে কুঁতকুঁতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। রীতিমত একটা খুদে ভাঁড়।

'ইস্, ভারীটা যদি আরেকটু কম হত,' আফসোস করতে লাগল ফারিহা। ছানাটাকে তুলে কোলে নিতে ইচ্ছে করছে তার। 'যদি কিনতে পারতাম!'

'তাহলে আর টিটুকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যেত না,' কিশোর

বলল। 'মুখোমুখি হলেই ঝগড়া বাধাত দুটোতে।'

এরপর ওদেরকে সিংহের খাঁচার কাছে নিয়ে গেল রইস। গোমড়ামুখো সেই যুবককে দেখা গেল খাঁচা পরিষ্কার করছে। সঙ্গে আরেকজন লোক। সিংহের ট্রেনার। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। গরগর করে উঠল একটা সিংহ।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ফারিহা।

'ভয় নেই,' ট্রেনার বলল। 'পেটে যতক্ষণ খাবার আছে, মেজাজ ভালই থাকে। তবে বেশি কাছে যেও না। সিংহ বলে কথা। বলা যায় না। ডুরেক, পানিটা বদলে দাও তো। ময়লা হয়ে গেছে।'

চারকোনা একটা বড় টিনের গামলায় সিংহের খাবার পানি দেয়া হয়। বদলে দিল ডুরেক। সামান্যতম ভয় পাচ্ছে না সিংহগুলোকে। কেয়ারই করছে না। গোমড়ামুখো বলে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না ফারিহার, তবে সে যে দুঃসাহসী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাতে যেমন তাঁবু থেকে বেরোতে ইচ্ছে করেনি, এখন তেমন সার্কাসের মাঠ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না ওদের। কিন্তু কতক্ষণ আর। রইসকে গুড-বাই জানিয়ে ফিরে চলল। যাওয়ার আগে ভালুকছানাটাকে আরেকবার চাপড়ে দিয়ে আদর করল ফারিহা। মাঠের ওপর দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে বিশাল হাতিটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ওর মোটা পা চাপড়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। ক্যারাভানগুলোর পাশ দিয়ে এগোল গেটের দিকে।

কাজে ব্যস্ত ক্যারাভানের বাসিন্দারা। ময়লা কাপড় ধুচ্ছে কেউ কেউ। কিছু কাপড় ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে শুকানোর জন্যে। কিছু ঝুলিয়ে দিচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে। বাতাসে উড়ছে সেগুলো। বাতাস বেশি বলে উড়ে যাওয়ার ভয়ে ক্লিপ লাগিয়ে দিতে হচ্ছে।

অলস ভঙ্গিতে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল গোয়েন্দারা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল অনিতা। দড়িতে ঝোলানো একটা জিনিসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'অমন লাল হয়ে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে?'

'আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই তো কেউ?' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল সে। 'দড়িতে ঝোলানো ওই মোজাগুলো দেখছ?'

সবাই তাকাল দড়িটার দিকে। ছেঁড়া রুমাল, বাচ্চাদের ফ্রক, নানা রকম মোজা শুকাতে দেয়া হয়েছে। নীল পুলওভারটা খুঁজতে লাগল কিশোরের চোখ।

কিন্তু বাতাসে উড়তে দেখল না কোন পুলওভার। কিসের ওপর নজর পড়েছে অনিতার? দৃষ্টি সরাতেই বুঝে গেল কি দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অনিতা।

নীল উলের একজোড়া মোজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রতিটি সুতোয় একগাছি করে লাল সুতো মেশানো। দেয়ালে আটকে থাকা উলের সুতোটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। মিল আছে।

নোটবুক থেকে সুতোটা বের করে এনে মোজার সুতোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। নীল রঙটা অবিকল এক। লালটাও এক। উলটাও একই ধরনের।

'আর এই যে দেখো,' ফিসফিস করে বলল অনিতা, 'কেমন কুঁচকে রয়েছে। টান লেগে সুতো ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়ে যায়। সুতো যে ছেঁড়া বোঝাই যাচ্ছে। তারমানে তোমার হাতের সুতোটা এ মোজাটা থেকেই ছিঁড়েছিল।'

কিশোরও একমত হলো।

এক বুড়ি মহিলা এসে খেই খেই করে উঠল, 'অ্যাই অ্যাই, মোজায় হাত দিচ্ছ কেন? চুরি করার ইচ্ছে নাকি?'

ভয়ানক বুড়ি! মোজাটা কার, তাকে জিজ্ঞেস করার সাহসই হলো না কিশোরের। করলে হয়তো ওই মুহূর্তেই জেনে নেয়া যেত, চোরটা কে।

বারো

অনিতাকে ধাক্কা মারল বুড়ি। 'অ্যাই, কথা কানে যাচ্ছে না? সরো! যাও এখান থেকে!'

আর দেরি করল না ওরা। তাড়াতাড়ি সরে এল ওখান থেকে।

'বাপরে বাপ! ডাইনী!' মুসা বলে উঠল।

'ইস্, কুকুর থাকলে এখন ভাল হত,' অনিতা বলল। 'বুড়ির সাথে টক্করটা কি রকম লাগে দেখা যেত।'

মাঠে থাকতে মোজাটার কথা ভুলল না কেউ। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলে এই ভয়ে। কিন্তু মাঠের বাইরে এসেই একসঙ্গে ফেটে পড়ল যেন সবাই।

'মোজার কথা কল্পনাই করিনি আমরা! আমরা তো ছিলাম পুলওভারের খোঁজে!'

'কিন্তু ওই মোজাটা থেকেই যে দেয়ালে সুতো ছিঁড়ে আটকে ছিল তাতে কোন

সন্দেহ নেই!'

'মোজাটা কার যদি জানা যেত! কার জিনিস জানা গেলে ধরে ফেলতে পারতাম চোরটাকে। আচ্ছা, কি হত বুড়িটাকে জিজ্ঞেস করলে? খেয়ে তো আর ফেলত না!'

'খেয়েই ফেলত! যা বুড়ির বুড়ি!'

প্রায় ছুটতে ছুটতে কিশোরদের ছাউনিতে এসে ঢুকল ওরা। এরপর কি করা যায় আলোচনা করার জন্যে। সেখানে বসে থাকতে দেখল রবিন, ডলি আর ববকে। কিশোররা কি করেছে সেটা শোনার অপেক্ষা করল না, নিজেরা কি করেছে বলা শুরু করল।

'কতগুলো গোল গোল দাগ দেখেছিলাম না ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের কাছে?' বলে উঠল রবিন। 'ওই জিনিস দেখে এসেছি আবার!'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুরানো চিমনি কটেজটার কাছের নরম মাটিতে,' রবিন জানাল। 'আমি আর বব দেখলাম। দেখেই ছুটলাম ডলিকে জানাতে। তারপর তাকে নিয়ে এখানে এলাম তোমাদের বলতে। কিসের দাগ, বের করে ফেলেছে ডলি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কল্পনাই করতে পারবে না,' ডলি বলল।

'কিসের দাগ? জলদি বলো!' মোজার কথা ভুলেই গেল ফারিহা।

'গোল গোল দাগগুলো দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি কিসের, ওই সেদিনকার মত,' ডলি বলল। 'তারপর কটেজে কে বাস করে মনে পড়তেই বুঝে ফেললাম সব।'

'কে বাস করে?' জানার জন্যে তর সইছে না কিশোরের।

'কেন, জানো না? অ, তুমি তো এখানে থাকো না, না জানারই কথা। ওখানে থাকে খোঁড়া রোজার। একটা পা হাঙরে কামড়ে কেটে ফেলেছিল। ওটাতে কাঠের পা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথায় গোল লোহার রিঙ পরানো। ওটার সাহায্যে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে রোজার।'

সবারই মনে হলো, তাই তো! ঠিকই বলছে ডলি।

কিন্তু কিশোর মেনে নিতে পারল না। মাথা নাড়ল। 'উঁহু, খোঁড়া রোজার হওয়ার সম্ভাবনা কম। এক পা নিয়ে এত উঁচু দেয়াল সে টপকাতে পারবে না। তা ছাড়া চোরটা এক জোড়া মোজা পরে, তারমানে তার দুটো পা।'

'কি করে জানলে ও মোজা পরে?' হাঁ হয়ে গেল ডলি।

সার্কাসে গিয়ে কি জিনিস আবিষ্কার করে এসেছে, জানানো হলো ডলি, বব আর রবিনকে।

নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল ডলি। 'বেশ, মেনে নিলাম খোঁড়া রোজার দেয়াল টপকাতে পারবে না। কিন্তু আসল চোরটাকে চুরি করতে সাহায্যও করতে পারবে না, তা তো নয়। দাগগুলো অবিকল এক। তারমানে দেয়ালের কাছে গিয়েছিল খোঁড়া রোজারই। ও ওখানে কি করছিল?'

ডলির কথায় যুক্তি আছে বুঝে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সেটাই এখন বের করতে হবে আমাদের। ওকে গিয়ে দাগগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা দরকার।...নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে খালি কেসটা। কে ভাবতে পেরেছিল এক পাওয়ালা একটা খোঁড়া লোক গিয়েছিল দেয়ালের কাছে!'

তখনই চিমনি কটেজে রওনা হলো ওরা। বাড়িটার সামনে বেশ খানিকটা জায়গায় নরম মাটি। তাতে গোল দাগের ছড়াছড়ি। ঝুঁকে বসে ভাল করে দেখতে লাগল কিশোর।

নোটবুক থেকে সুতোর টুকরোটা বের করে নিল, গোল দাগের মাপ নিয়েছিল যেটা দিয়ে। মেপে দেখে অবাক হয়ে মুখ তুলল, 'উঁহু, মাপে মিলছে না। এক দাগ নয়। এগুলো ইঞ্চিখানেক ছোট।'

'আশ্চর্য!' বব বলল। 'খোঁড়া রোজার ছাড়াও তাহলে কাঠের পাওয়ালা আরও একজন লোক আছে এই এলাকায়!'

সবাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কাঠের পাওয়ালা দ্বিতীয় কোন মানুষের কথা মনে করতে পারল না।

'এখানে তো কিছু হলো না, আবার সেই সার্কাসের দিকেই নজর দিতে হচ্ছে,' কিশোর বলল অবশেষে। 'সেখানে অন্তত জোরাল একটা সূত্র রয়েছে। মোজাগুলোর মালিককে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই পাওয়া যাবে চোরের সন্ধান।'

'কি করে বের করবে?' মুসার প্রশ্ন। 'বুড়িকে জিজ্ঞেস করবে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'করলেও জবাব দেবে না বুড়ি। আবার দূর দূর করে খেদাবে। নজর রাখব আমরা। মোজাগুলো কে পায়ে দেয় দেখব।'

'যদিও কঠিন হবে কাজটা,' রবিন বলল, 'তবে আমারও মনে হয় এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'ঠিক আছে তাহলে,' কিশোর বলল। 'কাল সকাল ঠিক দশটায় চলে এসো সবাই সার্কাসের মাঠে।'

তেরো

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সার্কাসের মাঠে হাজির হয়ে গেল সবাই। আবার দড়াবাজিকর রইসের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল ওরা। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

'শহরে চলে গেছে,' জানাল আরেকজন দড়াবাজিকর। 'তাকে কি দরকার তোমাদের?'

'না, এমনি,' জবাব দিল কিশোর। 'তাকে জিজ্ঞেস করতাম···মানে, অনুমতি নিতাম আরকি তার কাছ থেকে—সার্কাসে ঘুরে বেড়াতে পারব কিনা আমরা। জন্তু-জানোয়ারগুলোর প্রতি আমাদের খুব আগ্রহ।'

'দেখোগে, অসুবিধে নেই,' রইসের হয়ে অনুমতি দিয়ে দিল লোকটা। এগিয়ে গেল তার ক্যারাভানের দিকে। মজার ব্যাপার হলো, পায়ে হেঁটে নয়, চার হাত-পায়ের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে গেল সে পুরোটা পথ।

'এ ভাবে ঘোরে কি করে ওরা?' অনিতা বলল। 'ঠিক যেন একটা চাকা!'

'দেখো না চেষ্টা করে, পারো নাকি,' হেসে বলল বব।

সত্যিই করে দেখতে গেল অনিতা। কিন্তু হাতের ওপর ভর রাখার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল কুঁকড়ে-বুকড়ে। ঘাসের ওপর পড়ে রইল হাত-পা ছড়িয়ে।

হাসতে লাগল সবাই।

এগিয়ে এল একটা ছোট্ট মেয়ে, ফারিহার সমবয়েসী হবে। অনিতার অবস্থা দেখে হাসল। হাত-পা ছড়িয়ে চাকার মত ঘুরতে শুরু করল মাঠের ওপর। যেন কিছুই না ব্যাপারটা।

'কাণ্ড দেখলে!' বব বলল। 'সার্কাসের একটা ছোট্ট মেয়েও পারে। নিশ্চয় এ সব ওদের হোমওঅর্ক।'

এরপর ভালুকছানাটাকে দেখতে গেল ওরা। কিন্তু ঘুমিয়ে আছে ওটা। সাবধানে এগোল তখন কাপড় রোদে দেয়ার দড়িগুলোর দিকে। মোজাগুলো নেই আজ। যার জিনিস সে হয়তো পরে আছে এখন।

তার সন্ধানে সারা মাঠে ঘুরতে লাগল গোয়েন্দারা। লোকের গোড়ালির দিকে নজর। কিন্তু বড়ই হতাশ হতে হলো, যখন দেখল সবার পা-ই খালি, কারও পায়ে

মোজা নেই।

সিংহের খাঁচার কাছে গিয়ে দরজার তালা খুলতে দেখা গেল ডুরেককে। ভেতরে গিয়ে ধোয়াধুয়ি শুরু করল। সিংহগুলোর দিকে তাকালও না। সিংহগুলোও নজর দিল না ওর দিকে। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার বলে মনে হলো ফারিহার কাছে। সিংহের খাবার কাছে অনবরত ঘোরাঘুরি করছে, অথচ ওকে কিছু বলছে না ওরা।

ফ্লানেলের ট্রাউজারটা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে দিয়েছে সে। নোংরা, ময়লা পা। মোজা নেই। আছে কেবল এক জোড়া রবারের পাম্প শু। মাথার ক্যাপের সামনের দিকটা কপালের ওপর টেনে বসিয়ে দিয়েছে, যাতে খুলে না পড়ে।

খানিকক্ষণ ওর কাজকর্ম দেখে যাওয়ার জন্যে ঘুরল ছেলেমেয়েরা। আর একজন লোককে আসতে দেখল এদিকে। তার গোড়ালির দিকেও তাকাল ওরা। মোজা নেই। সার্কাসের বাকি সবার মত এর পা-ও খালি।

তবে একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে।

ভ্রূকুটি করল লোকটা। 'কি দেখছ?' বিব্রত বোধ করছে সে। 'এ ভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?'

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রবিন। বন্ধুদের দিকে তাকাল। উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে মুখ। কিশোরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল খানিকটা। সবাই এল ওদের সঙ্গে।

সরে এসে, লোকটা যাতে শুনতে না পায় এমন করে বলল সে, 'ওর কোটটা দেখেছ? গাছের ওপর যে ক্যাপটা পেয়েছি, কাপড়টা ঠিক সেটার মত না? তবে ওটার মত ময়লা নয়। নাকি?'

সাত জোড়া চোখ ঘুরে গেল লোকটার দিকে। সিংহের খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে শিকগুলোতে রঙ করতে শুরু করেছে লোকটা। সব সময় সুন্দর আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় জন্তু-জানোয়ারের খাঁচাগুলো। কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখেছে খাঁচার কোনায়। কাছে গিয়ে ক্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল গোয়েন্দারা।

'ক্যাপটা আছে তোমার সঙ্গে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অনিতা।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কোটের পকেট চাপড়াল কিশোর। তদন্ত করতে এসেছে। সমস্ত সূত্রই নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

হঠাৎ করেই এসে গেল সুযোগ। কে যেন চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

সাড়া দিয়ে কথা বলতে চলে গেল লোকটা। খাঁচার কাছে ফেলে গেল তার রঙের ব্রাশ, টিন আর কোটটা। এক মুহূর্ত দেরি না করে কোটের কাছে ছুটল ওরা।

'সিংহ দেখার ভান করতে থাকো,' নিচুস্বরে সবাইকে বলল কিশোর।

খাঁচার দিকে তাকিয়ে সিংহগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল সবাই, সে পকেট থেকে ক্যাপটা বের করে কোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেল।

কোটের গায়ে চেপে ধরল ক্যাপটা। অবিকল এক। নিশ্চয় একই দর্জির কাছ থেকে একই কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে দুটো জিনিস। এর মানে কি? এই লোকটাই চোর? কিন্তু ক্যাপ ফেলে এল কেন গাছের ডালে? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না কিশোর।

শিস দিতে দিতে ফিরে এল লোকটা। ব্রাশ তুলে নিয়ে আবার রঙ করতে শুরু করল। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে লোকটার চাঁদিটা দেখার চেষ্টা করল মুসা।

আর কিছু দেখার নেই। খাঁচার কাছ থেকে সরে এল ওরা। লোকটা যাতে শুনতে না পায় এতটা দূরে সরে এসে কিশোর জানাল, 'হ্যাঁ, ক্যাপের সঙ্গে কোটের মিল আছে। এ লোকটা সন্দেহজনক। নজর রাখা দরকার।'

'কোন লাভ নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ওর চাঁদি দেখে এলাম। চুল কালো ঠিকই, কিন্তু টাক নেই। আমার সঙ্গে গাছে বসে থাকা লোকটা ও নয়। চোর নয় ও।'

চোদ্দ

সার্কাসের মাঠ ঘিরে যে লোহার রেলিঙের বেড়া রয়েছে, তার মাথায় চড়ে বসল গোয়েন্দারা।

কিশোর বাদে বাকি সবাই হতাশ।

'ভাবো দেখি অবস্থাটা,' রবিন বলল। 'ক্যাপের সঙ্গে মিল আছে লোকটার কোটের। কিন্তু চাঁদিতে টাক নেই।' গুঙিয়ে উঠল সে। 'অদ্ভুত এক রহস্য নিয়ে পড়েছি আমরা। নানা ধরনের সূত্র পাচ্ছি, যেগুলো অনেক ভাবেই মিলছে, অথচ সামান্যতম এগোতে পারছি না আমরা।'

'এখন তো মনে হচ্ছে,' তার সঙ্গে সুর মেলাল ফারিহা, 'মোজা পায়ে পরা

কোন লোককে খুঁজে পেলেও দেখা যাবে সে চোর নয়। হয়তো চোরের ভাই, কিংবা খালা কিংবা অন্য কিছু।'

হেসে উঠল সবাই। তবে তিক্ত হাসি।

কিশোর বলল, 'যাই হোক, আমরা এখনও শিওর না, ক্যাপটার সঙ্গে চোরের আসলেই কোন সম্পর্ক আছে কিনা। চুরিটা যেখানে হয়েছে, তার কাছাকাছি পেয়েছি বলেই সন্দেহটা হচ্ছে।'

'যা-ই বলো,' বব বলল, 'আমার বিশ্বাস ক্যাপের সঙ্গে চোরের সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। নইলে ওটা ওখানে যাবে কেন?'

'সেই কেনটা জানতে পারলে অনেক প্রশ্নের জবাবই পেয়ে যেতাম।'

রেলিঙের ওপর বসে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। সবারই মনে হচ্ছে, রহস্যটা মাথা গুলিয়ে দেয়ার মত। হঠাৎ করেই ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ফারিহার মুখ থেকে।

'কি ব্যাপার? কি হলো? কোন কিছু মনে পড়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি,' হাত তুলে ডানে দেখাল ফারিহা। সবাই ফিরে তাকাল। ফারিহার মত চিৎকার বেরিয়ে এল কারও কারও মুখ থেকে। হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

মাঠের ওইখানটা ভেজা ভেজা। নরম মাটিতে দেখা গেল রহস্যময় সেই গোল গোল দাগ। খোঁড়া রোজারের বাড়ির কাছে যে রকম দাগ দেখেছে, সে-রকম।

'এগুলোই মনে হচ্ছে ঠিক সাইজ,' বলে লাফ দিয়ে নেমে গেল কিশোর। 'খোঁড়া রোজারের দাগগুলোর চেয়ে বড়, দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পকেট থেকে সুতোটা বের করে মাপল। কয়েকটা দাগ মেপে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলে তাকাল। মুখে উজ্জ্বল হাসি।

'হ্যাঁ, মিলে গেছে। দেয়ালের কাছে যে দাগগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো আর এগুলো অবিকল এক।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে সার্কাসেও একজন খোঁড়া লোক আছে? সে চোর হতে পারে না, কারণ এক পা নিয়ে দেয়ালে চড়তে পারবে না। তবে চোরের সাগরেদ হতে পারে।'

'খুঁজে বের করা দরকার ওকে,' বব বলল। 'ওকে বের করে তার বন্ধুটি কে জেনে নিতে পারলেই পেয়ে যাব আমাদের চোরটাকে। এবং আমার বিশ্বাস,

চোরের পায়েই মোজাগুলো দেখতে পাব আমরা। যাক, এগোতে শুরু করেছি এতক্ষণে।'

খানিক দূরে সার্কাসের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে ঘুরঘুর করতে দেখে ডাক দিল কিশোর। 'অ্যাই, শুনে যাও।' সে কাছে এলে বলল, 'সার্কাসের খোঁড়া লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা। কোন ক্যারাভানে থাকে?'

'বোকা নাকি,' মেয়েটা জবাব দিল। 'ল্যাংড়া মানুষ সার্কাসের কোন কাজে আসবে? এখানে যারা আছি আমরা, সবারই দুটো করে পা। হাত-পা সব ঠিক না থাকলে সার্কাসে খেলা দেখানো যায় না।'

'দেখো,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'আমরা জানি, খোঁড়া একটা লোক আছেই এখানে।' পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বের করে দিল মেয়েটাকে। 'নাও। এবার বলো, লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে লজেন্সগুলো প্রায় কেড়ে নিল মেয়েটা। একসঙ্গে মুখে পুরে দিল গোটা তিনেক। চুষতে চুষতে বলল, 'খামোকাই দিলে। তোমরা পাগল। এখানে এক পাওয়ালা কোন লোক থাকে না।'

আর কোন প্রশ্ন করার আগেই সেখান থেকে চলে গেল মেয়েটা। বাকি লজেন্সগুলো পকেটে রেখে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চাকার মত ঘুরে ঘুরে। এ ভাবে চললে হাঁটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চলা যায়।

'গিয়ে যদি ধরে চাবকাওও এখন ওকে,' কাছের একটা ক্যারাভান থেকে বলে উঠল এক মহিলা, 'তাহলেও কোন লাভ নেই। খোঁড়া লোকের খোঁজ দিতে পারবে না ও। কারণ এ সার্কাসে কোন খোঁড়া লোক নেই।'

ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

হাবা হয়ে গেল আবার গোয়েন্দারা।

'কপালটাই খারাপ আমাদের! সে-জন্যেই এগোতে এগোতেও এগোতে পারছি না,' রবিন বলল। 'চিমনি কটেজের কাছে গিয়ে গোল দাগ দেখে ভাবলাম চোর ওখানে থাকে। মাপে মিলল না। এখানে দাগগুলো মাপে মিলল। কিন্তু খোঁড়া কোন লোকই থাকে না। আর কত অবাক হব!'

'অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'দাগগুলো অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।'

নরম মাটিতে দাগ স্পষ্ট। মাটি যেখানে শক্ত, সেখানে দাগ অতটা না বসলেও ঘাসের গায়ে যেটুকু বসেছে সেটা দেখেই অনুসরণ করা গেল। দাগগুলো গিয়ে শেষ হয়েছে সিংহের খাঁচার কাছ থেকে সামান্য দূরে রাখা ছোট একটা

ক্যারাভানের কাছে। পাশের আরেকটা ক্যারাভানের সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখা গেল ডুরেককে। ওদের এ ভাবে এগোতে দেখে অবাক হলো সে।

দাগ শেষ হয়েছে যেটার কাছে, সে-ক্যারাভানটার সিঁড়িতে উঠে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। সার্কাসের মালপত্রে বোঝাই। কেউ থাকে বলে মনে হলো না।

ঠক করে ওদের কাছে এসে পড়ল একটা ইঁটের টুকরো। আরেকটা এসে লাগল ববের পায়ে। চিৎকার করে উঠল ডুরেক, 'ওখানে উঁকি মারছ কেন? চুরি করার ইচ্ছে?' হাত বাড়িয়ে আরেকটা ইঁটের টুকরো তুলে নিল সে। 'যাও এখান থেকে জলদি! নইলে মাথায় মারব বলে দিলাম!'

পনেরো

ওখান থেকে দ্রুত সরে এল ওরা। মাঠেই থাকল না আর। রাস্তায় বেরিয়ে এল। গোড়ালি ডলতে লাগল বব। যেখানে ঢিলটা লেগেছে ব্যথা করছে।

'জানোয়ার কোথাকার!' গজগজ করতে লাগল সে। 'দেখতে দিল না কেন আমাদের? কি লুকিয়ে রেখেছে?'

'নিশ্চয় চোরাই মাল,' হেসে রসিকতা করল ফারিহা। 'মুক্তার হার।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। হাসির ব্যাপার নয়। মুক্তোটা এই সার্কাসেরই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নইলে এত রেগে উঠল কেন ডুরেক?'

'ক্যারাভানটায় ঢুকে দেখতে পারলে হত,' মুসা বলল। 'কিন্তু কি ভাবে ঢুকব?'

'ঢুকব!' কিশোর বলল। 'রাতে আসব আবার। সার্কাস যখন চলে। সবাই থাকবে সার্কাসের তাঁবুতে ব্যস্ত। এই সুযোগে ঢুকে পড়ব আমরা।'

'কিন্তু এ রকম একটা জায়গায় এত দামী একটা জিনিস রাখবে?' সন্দেহ হচ্ছে অনিতার।

'চোরাই মাল যখন, যেখানে খুশি রাখতে পারে, কারও চোখে না পড়লেই হলো,' জবাব দিল কিশোর। 'গোল দাগগুলো ওই ক্যারাভানটার কাছেই গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই ওটাতেই আগে খোঁজা দরকার।'

'তা ঠিক,' একমত হলো ডলি। 'খোঁড়া লোকটার কেঠো পায়ের দাগ, যে

লোকটাকে দেখিইনি আমরা কখনও। তাকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'আরেকটা রহস্য,' বব বলল। 'তবে দাগ যখন পাওয়া গেছে তাকেও পাওয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা জটিল ধাঁধার মত লাগছে আমার কাছে। তবে আমি জানি, খাপে খাপে যখন বসে যাবে, পানির মত সহজ হয়ে যাবে সব কিছু।'

'জানলে তো পানির মতই সহজ হয়,' অনিতা বলল, 'কিন্তু বুঝতেই তো পারছি না কি করে বসাব। দড়ির মধ্যে ঝুলতে দেখলাম এক জোড়া মোজা, ক্যাপের সঙ্গে মিলে যাওয়া একটা কোট। কোটের মালিককে দেখলাম, সার্কাসের মাঠে খুঁজে পেলাম অসংখ্য গোল দাগ। অথচ কোনটাই তো কোনটার সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না।'

'চলো, বাড়ি যাই,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সারাটা সকালই তো কাটিয়ে দিলাম এখানে। কিছুই করতে পারলাম না। এ কেসের সমাধান আদৌ করতে পারা যাবে কিনা বুঝতে পারছি না। দাগগুলো অনুসরণ করে এসেও চোরের দেখা পাওয়া গেল না।'

'আজকে আর কোন মীটিং নেই,' রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'আজ রাতেও সার্কাসে যাচ্ছি আমরা। তবে শুধু আমি আর মুসা যাব। সবার যাবার দরকার নেই। মুসা, একটা টর্চ নিয়ে আসবে। হারটা ক্যারাভানে থাকলে আলো ছাড়া দেখতে পাব না।'

'তা আনব,' মুসা বলল। 'তবে হার পাওয়ার ব্যাপারে মোটেও আশাবাদী নই আমি।'

রাতে সার্কাসে আগে পৌঁছল মুসা। তার মিনিটখানেক পরে ছুটতে ছুটতে এল কিশোর। দুটো টিকেট কেটে আনল সে। সার্কাসে ঢুকল দু'জনে।

'অর্ধেকটা দেখব,' ফিসফিস করে বলল সে। 'সার্কাস যখন জমে উঠবে, আস্তে করে বেরিয়ে চলে যাব।'

পেছনের একটা সুবিধাজনক জায়গায় এসে বসল ওরা, যাতে সহজে বেরোতে পারে। শো শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

আগের দিনের চেয়েও এদিন খেলাগুলো ভাল লাগছে ওদের কাছে। ভাঁড়েরা এল, দড়াবাজিকরেরা এল, এল রন-পাওয়ালারা। পুরো শো'টা না দেখে বেরোতে হলো বলে দুঃখই লাগল ওদের।

মাঠটা অন্ধকার। কোন্ দিকে যাবে, দিক ঠিক করতে সময় লাগল ওদের।

'ওদিকে,' মুসার হাত ধরে টানল কিশোর। 'মনে হচ্ছে ওই ক্যারাভানটা।'

সাবধানে ক্যারাভানের দিকে এগোল ওরা। টর্চ জ্বালতে সাহস করল না কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ক্যারাভানের কাছে এসে সিঁড়িতে হোঁচট খেল কিশোর। সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'এসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন?' ফিসফিস করে মুসাকে বলল সে।

কেউ নেই। দরজায় তালাও নেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

অন্ধকারে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'টর্চ জ্বালব?'

'জ্বালো। কারও সাড়াশব্দ তো শোনা যাচ্ছে না।' টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে আলো জ্বালল কিশোর। রশ্মিটা সরাসরি বেরোতে দিল না। হাতের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আভা বেরোচ্ছে সেই আলোয় দেখার চেষ্টা করল।

মুখ কুঁচকাল বিরক্তিতে। ভুল ক্যারাভানে ঢুকেছে। মালপত্রে ভরা ছোট ক্যারাভানটা নয়, ঢুকেছে আরও বড় একটা ক্যারাভানে, যেটাতে লোক বাস করে। এখুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। ধরা পড়ার আগেই।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাইরে মানুষের গলা শোনা গেল। কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। সিঁড়িতে পা রাখার শব্দ হলো। কি করবে ওরা? কোথায় লুকাবে?

ষোলো

'জলদি! তুমি ওই বাঙ্কটার নিচে গিয়ে ঢোকো!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'আমি এটাতে ঢুকছি।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জনে। বিছানার চাদরটা অনেকখানি বেরিয়ে ঝুলে রয়েছে। আড়াল করে রাখবে ওদের।

দু'জন লোক ঢুকল ক্যারাভানে। একজন হ্যারিকেন ধরাল। দুটো বাঙ্কে মুখোমুখি বসল দু'জনে। ওদের পা ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে আসছে না কিশোরের।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সে। ওপাশের বাঙ্কটায় যে লোকটা বসেছে, পা ঢুলকানোর জন্যে প্যান্টের নিচের দিকটা উঁচু করল সে। তার পায়ে নীল রঙের মোজা। উলগুলোতে এক গাছি করে লাল সুতো মেশানো।

কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছে চোরটা, অথচ মুখ দেখতে পাচ্ছে না! দুর্ভাগ্য

একেই বলে। ভাবছে কিশোর।

'আজ রাতেই কেটে পড়ছি আমি,' একজন বলল। 'সার্কাস মোটেও ভাল্লাগছে না আমার। পচা পচা সব শো। সারাক্ষণ লোকগুলো করে ঝগড়াঝাঁটি। পুলিশের ভয় তো আছেই। কোন্ সময় যে এসে হাজির হবে খোদাই জানে!'

'অকারণে এত ভয় পাচ্ছ তুমি,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মোজা পরা লোকটা। 'পরিস্থিতি আগে খানিকটা ঠাণ্ডাঠুণ্ডা হোক। কবে বের করে দিতে হবে জানিও। যেখানে আছে নিরাপদেই আছে। মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও অসুবিধে হবে না।'

'সত্যি কি হবে না?'

'না, হবে না,' হেসে উঠল মোজা পরা লোকটা। অদ্ভুত একটা কথা বলল, 'সিংহেরাই পাহারা দেবে।'

কান পেতে শুনছে মুসা আর কিশোর। বিস্মিত। ভীত। চোরটা এখানেই আছে-মোজা পরা লোকটা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার চেহারাটা কোনমতেই দেখার উপায় নেই। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আপাতত হারটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বের করবে। আর দ্বিতীয় লোকটা ভয় পেয়ে চলে যেতে চাইছে।

'তুমি ওদের বোলো,' প্রথম লোকটা বলল, 'হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ আর রিঙে যেতে পারব না আমি। কালকে আমাকে না দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলে, যা হোক বানিয়ে বলে দিও একটা কিছু।' এক মুহূর্ত থামল লোকটা। তারপর বলল, 'তাহলে আমি এখন যাই। সবাই এখন রিঙে। কেটে পড়ার এইই সুযোগ। ঘোড়াটা লাগিয়ে দিয়ে যাবে, প্লীজ?'

মোজা পরা লোকটা উঠে দাঁড়াল। নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। মনে প্রাণে চাইছে মুসা আর কিশোর, অন্য লোকটাও উঠে চলে যাক। তাহলে ওরাও বেরোনোর সুযোগ পাবে। কিন্তু গেল না লোকটা। যেখানে ছিল সেখানে বসেই আঙুল দিয়ে টাট্টু বাজাতে লাগল বিছানার ওপর। বোঝা যাচ্ছে ভয়ের কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে।

ক্যারাভানের জোয়ালের মত জিনিসটায় ঘোড়া জুতার শব্দ হলো। সিঁড়িতে দেখা দিল প্রথম লোকটা। 'নাও, হয়েছে। চলে যাও এখন। পরে দেখা করব।'

বাঙ্ক থেকে উঠে দ্বিতীয় লোকটাও বেরিয়ে গেল। দুই গোয়েন্দাকে চমকে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ঘুরে চলে গেল সামনের দিকে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে টান দিল ঘোড়ার লাগাম

ধরে। মাঠের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা।

বাক্সের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। মহা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল। 'ভাল! দরজায় তালা। বেরোব কি করে?'

'বুঝতে পারছি না!' বাক্সের নিচের অস্বস্তিকর জায়গাটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে শুরু করল কিশোরও। 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, একজনের পায়ে নীল মোজা ছিল? ওই লোকটাই চোর।'

'অনেক কিছুই জানা হলো আজ,' জবাব দিল মুসা। সে-ও বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিয়ে। 'এখন আমরা জানি, সার্কাসেরই কোনখানে লুকানো রয়েছে হারটা। সিংহেরাই পাহারা দেবে বলে কি বোঝাতে চাইল লোকটা?'

'সিংহেরা পাহারা দিতে পারবে কোনখানে থাকলে? ওদের খাঁচায়। কিন্তু ওখানে লুকানোর জায়গা কোথায়? লোহার শিক ছাড়া তো আর কিছু নেই। তোমার কি মনে হয় কোন ফাঁপা শিকটিক আছে?'

'উঁহু,' জবাব দিল মুসা। 'কোথায় রেখেছে পরে দেখব। এখন এখান থেকে বেরোনো দরকার। জানালা দিয়ে চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

বড় জানালাটা সামনের দিকে। সেটার কাছে এসে উঁকি দিল দু'জনে। বাইরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। রাস্তার আলোর নিচে চলে এল এ সময় গাড়ি। কনুই দিয়ে মুসার গায়ে গুঁতো মারল কিশোর।

'দেখো দেখো!' ফিসফিস করে বলল সে। 'চিনতে পারছ লোকটাকে? কোট পরা লোকটা, যার কোটের সঙ্গে ক্যাপটা মেলে। সিংহের খাঁচায় রঙ করছিল যে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একই ক্যারাভানে থাকত তো, আমার মনে হয়, ওর ক্যাপটা ধার নিয়েছিল চোর। গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে গাছের ডালে। যাক, আরেকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল।'

জানালার শার্সি খোলার চেষ্টা চালাল কিশোর। খুলতে গিয়ে শব্দ করে ফেলল। ঝট করে পেছনে ফিরে তাকাল লোকটা। রাস্তার আলোয় নিশ্চয় চোখে পড়ে গেল ওদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে লাফিয়ে নেমে এল সীট থেকে। দৌড়ে এল সিঁড়ির দিকে।

'সেরেছে!' বলে উঠল কিশোর। 'দেখে ফেলেছে বোধহয় আমাদের। জলদি, আবার বাক্সের নিচে ঢোকো!'

সতেরো

তালা খোলার শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। শক্তিশালী টর্চ হাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। চারপাশে আলো ফেলে দেখতে শুরু করল।

আবার বাঙ্কের নিচে ঢুকে পড়ায় দুই গোয়েন্দাকে দেখতে পেল না। কিন্তু এবার সে জানে, ভেতরে কেউ আছে। কাজেই সবখানে না দেখে থামবে না। বিছানার চাদরের ঝুল সরাল সে। দেখে ফেলল কিশোরকে।

হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল ওকে। প্রচণ্ড রাগে কাঁধ ধরে এত জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল, চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুসা বুঝল, লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। সে-ও বেরিয়ে এল। যদি কোন সাহায্য করা যায় কিশোরকে।

'অ, তাহলে দু'জন!' চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'এখানে কি করছিলে? কতক্ষণ ধরে আছ?'

'বেশিক্ষণ না,' জবাব দিল কিশোর। 'ভুল করে ঢুকে পড়েছি। আরেকটা ক্যারাভানে ঢুকতে চেয়েছিলাম, ঢুকে পড়েছি এটাতে।'

'এ গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?' আরও রেগে গেল লোকটা। 'চাবুকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব! জন্মের শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! অন্যের ক্যারাভানে ভুল করেও আর ঢুকতে সাহস পাবে না কোনদিন।'

একটা তাকের ওপর টর্চটা শুইয়ে রাখল সে। সেই আলোয় ক্যারাভানের ভেতরটা প্রায় পুরোটাই চোখে পড়ছে। কোটের হাতা দুটো যতটা পারল ঠেলে তুলে দিল কনুইয়ের কাছে। বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত।

হঠাৎ পা তুলে টর্চটায় এক লাথি মারল মুসা। ঝটকা দিয়ে শূন্যে উঠে শব্দ করে মেঝেতে পরল ওটা। কাঁচ ভাঙল। বাল্ব ভাঙল। নিভে গেল আলো। আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো ক্যারাভান।

লোকটার পেটে গুঁতো মারার জন্যে মাথা নিচু করে ছুটে গেল সে। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চলে গেল দরজার দিকে। তীর গতিতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। সিঁড়িতে পড়ল প্রথমে। সেখান থেকে ময়দার বস্তার মত ধপাস করে গিয়ে পড়ল নিচের রাস্তায়।

ঠাস করে এক চড় এসে লাগল কিশোরের গালে। রেগে গেল সে। লোকটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। মাথা নিচু করে পড়ল লোকটার পায়ের কাছে। টান মারল পা ধরে। টলে উঠল লোকটা। সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। শরীর মুচড়ে মুচড়ে সিঁড়ির দিকে সরে গেল কিশোর। গড়িয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। তবে মুসার মত ব্যথা পেল না। সেখান থেকে উঠে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে।

এ সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। ছোটার সময় একবার এপাশে একবার ওপাশে সরে গিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল ক্যারাভানের পেছনটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে। ভেতর থেকে শোনা গেল লোকটার ভয়ার্ত চিৎকার।

'মুসা! এই মুসা?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জলদি বেরিয়ে এসো। ঘোড়া সামলে নিয়ে লোকটা ফিরে আসার আগেই পালাই।'

আরেকটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা। রাস্তা ধরে উল্টো দিকে ছুটল দুজনে পড়িমরি করে।

'এবারকার কেসের প্রতিটি ব্যাপারই খালি ঝামেলা পাকাচ্ছে,' কিছুদূর এগিয়ে গতি কমানোর পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'করতে যাই একটা, হয়ে যায় আরেকটা। সঠিক ক্যারাভানটাতে পর্যন্ত ঢুকতে পারলাম না। ঢুকলাম গিয়ে অন্যটায়।'

'তাতে লোকসান অবশ্য হয়নি,' জবাব দিল কিশোর। 'নিশ্চিত হলাম, নীল মোজাগুলো চোরটারই। চেহারা দেখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি আর করা। গলাটা চেনা চেনা লেগেছে। মনে করতে পারছি না কার।'

'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'সার্কাসে? না বাড়িতে? এদিকের এই রাস্তাটা শুনেছি ভাল না। ভূত আছে। শেষে রাত দুপুরে পথ ভুলিয়ে না আবার অন্য কোনদিকে নিয়ে চলে যায়।'

ভূতের কথা কানেই তুলল না কিশোর। বলল, 'সার্কাসের মাঠেই ফিরে যাব। মোজাগুলো কার পায়ে দেখতে হবে।'

কিন্তু সার্কাসে ঢুকতে আর ভাল লাগছে না মুসার। বলল, সে গেটের কাছে অপেক্ষা করবে।

বেড়া টপকে আবার মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল কিশোর।

শো শেষ। বাড়ি চলে গেছে দর্শকরা।

এক জায়গায় অনেকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে চলল সেদিকে। রাতের খাবার খেতে বসেছে সার্কাসের লোকেরা। উজ্জ্বল হাসিখুশি আলো ছড়াচ্ছে

যেন অগ্নিকুণ্ড আর লণ্ঠনগুলো।

আলোর কাছাকাছি কতগুলো ছেলেমেয়েকে খেলতে দেখল কিশোর। একজন অস্বাভাবিক লম্বা। কাছে যেতে দেখা গেল সেই মেয়েটা, যাকে চকলেট দিয়েছিল। রন-পায় ভর করে হাঁটছে। এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যারাভানের ছায়ায় গা ঢেকে রয়েছে কিশোর। তারপরেও হয়তো তাকে দেখে ফেলত মেয়েটা, কিন্তু তার মনোযোগ নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে, অন্য কোন দিকে নজর দিতে পারছে না তাই।

কিশোরের সামনে দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। মাটির দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল কিশোরের। গোল গোল দাগ পড়েছে রন-পা'র চাপে। ওরিয়ন ফোর্টের দেয়ালের কাছে যেমন দেখেছিল। কাছের একটা লণ্ঠন থেকে এসে পড়া আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দাগগুলো।

'আমি একটা গাধা!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'নইলে অনেক আগেই বুঝে যাওয়া উচিত ছিল এত সহজ ব্যাপারটা!'

আঠারো

মুখ তুলে আবার মেয়েটার দিকে তাকাল সে। যেদিকেই যাচ্ছে, মাটিতে গোল দাগ রেখে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে দাগের কারণ বোঝা গেল। সমাধান হলো আরেকটা রহস্যের।

'চোরটা রন-পা'র খেলা দেখায়,' নিজেকে বলল সে। 'ওগুলো নিয়ে চলে গিয়েছিল ওরিয়ন ফোর্টে। মুসাকে বলা দরকার।'

গেটের দিকে দৌড় দিল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

'মুসা, সাংঘাতিক এক আবিষ্কার করে এলাম!' বলল কিশোর। 'গোল গোল দাগগুলো কিসের, দেখে এসেছি। খোঁড়া মানুষের পায়ের দাগ নয়।'

'খাইছে! তাহলে কিসের?'

'রন-পা। মাথাটা গোল, লোহার আংটা পরানো থাকে। ওগুলো পরে খুব সহজেই দেয়ালের মাথায় নাগাল পাওয়া সম্ভব। চালাকিটা ভালই করেছিল!'

'কিন্তু কি ভাবে দেয়াল টপকাল?' মাথায় ঢুকছে না মুসার। 'কিশোর, বাড়ি চলো। বহুত ঝামেলা গেছে। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না এখন। খুব ক্লান্ত

লাগছে।'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, চলো। আজ আর কিছু ভাবব না। কাল সকাল বেলা মীটিঙে আলোচনা করব। ফারিহাকে পাঠিয়ে সবাইকে আসতে খবর দিয়ে দিও।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'রন-পা লাগিয়ে কি ভাবে ভেতরে ঢুকল, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না আমি।'

বোঝার অবস্থা মুসারও নেই। বড় করে হাই তুলল। ক্যারাভান থেকে পড়ে গিয়ে কপালে বাড়ি খেয়েছে। ব্যথা করছে। ঘোলাটে লাগছে মাথার ভেতরটা। বাড়ি গিয়ে সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়ার জন্যে অস্থির।

বাড়ি ফিরল যখন সে, ফারিহা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। ওকে জাগাল না। সোজা চলে এল নিজের ঘরে।

ওদিকে বিছানায় শুয়ে খানিক ভাবার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু সে-ও ক্লান্ত। সারাটা দিন অনেক পরিশ্রম করেছে। ধকল গেছে শরীরের ওপর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রাতের অভিযানের কথা ফারিহার কাছে চেপে গেল মুসা। মীটিঙে সবার সামনে ফাঁস করা হবে। বলল, জরুরী আলোচনা আছে। সবাইকে খবর দিতে। কিশোরদের বাড়িতে যেতে হবে।

ছাউনিতে ঢুকেই কিশোরকে দেখে প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল অনিতা, 'কি হয়েছিল কাল রাতে? হারটা পেয়েছ? চোরটা কে, জানতে পেরেছ?'

'হারটা কোথায় জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে বাকি সমস্ত রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।'

'তাই নাকি?' শুনে মুসাও অবাক। 'কই, আমি তো জানি না! কখন করলে? আমার মাথার মধ্যেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। ঝিমঝিম করছে।'

'বলে ফেলো, কিশোর,' বব বলল। 'জলদি! সহ্য করতে পারছি না আর!'

'এখানে কিছু না বলে চলো হেয়ার ফরেস্টে চলে যাই,' কিশোর বলল। 'চোরটা কি করে ঢুকেছিল দেখাব তোমাদের।'

'এখানেই বলে ফেলো না!' অন্যদের মতই অস্থির হয়ে গেছে ফারিহা। তর সইছে না।

'না। ওখানে গিয়েই দেখাব,' নাটকীয়তা খুব পছন্দ কিশোরের।

সুতরাং কি আর করা। দল বেঁধে আবার হেয়ার ফরেস্টে রওনা হলো ওরা। ওরিয়ন কোর্টের গেটের কাছে এসে দেখল, ফুলের বেডে কাজ করছে মালী।

'বিটেল? গেটটা খুলে দেবেন?' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ভেতরে ঢুকব

আমরা। কাজ আছে।'

হাসিমুখে গেট খুলে দিল বিটেল। 'কিছু পেয়েছ নাকি?'

হুড়োহুড়ি করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

'হ্যাঁ, অনেক কিছু,' জবাব দিল কিশোর। 'আসুন আমার সঙ্গে। দেখাচ্ছি।' যেখান দিয়ে দেয়াল টপকেছে চোরটা, সেখানে নিয়ে চলল সবাইকে।

গেটের কাছে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। বিটেল বলল, 'তোমরা এগোও। আমি গেট খুলে দিয়ে আসি।'

দলবল নিয়ে দাগগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'ভালমত দেখো সব, তাহলেই বুঝতে পারবে,' বলল সে। 'রন-পা পরে হাঁটতে পারে লোকটা। রন-পা নিয়ে দেয়ালের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওগুলোতে চড়ে দেয়ালের মাথার নাগাল পেয়েছে। উঠে বসেছিল ওপরে। পা থেকে আবার রন-পা খুলে নিয়ে এ পাশে নামিয়ে দেয়। দেয়াল থেকে নামতেও ওগুলো ব্যবহার করে। রন-পা'য় চড়েই হেঁটে যায় বাড়ির দিকে, তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় বলে। দেয়ালের কাছের নরম মাটিতে দাগ বসে যায় তাতে। কিন্তু বাগানের শক্ত মাটিতে বসতে পারেনি। পাতাবাহারের ঝাড়ের মধ্যে ওগুলো লুকিয়ে রেখে বাড়িতে ঢুকে পড়ে।'

থামল কিশোর।

'থামলে কেন? বলো না!' কিশোরকে দম নিতে দিতেও রাজি নয় ফারিহা।

'বাড়িতে ঢুকে, হারটা চুরি করে, রন-পা নিয়ে চলে যায় আবার দেয়ালের কাছে। মাটিতে রেখে যায় আরও কিছু গোল দাগ।'

'ঠিক বলেছ!' দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল অনিতা।

'আবার দেয়ালে চড়ে,' কিশোর বলল। 'মাথার টুপিটা ডালে আটকে যায়। ওটা খুলে নেয়ার ঝামেলাটুকুও করতে চায়নি। কারণ জিনিসটা বাতিল। তা ছাড়া দুর্গন্ধ। সহ্য করতে পারছিল না বোধহয় সে। তাড়াহুড়োও ছিল। খুলতে গেলে সময় নষ্ট হবে। তাড়াহুড়ার কারণেই মোজাও লেগে যায় ধারাল ইঁটের কোনায়। সুতো ছিঁড়ে রয়ে যায়। ওসবের পরোয়া না করে দেয়ালের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যায় অন্য পাশে।'

'নিশ্চয় ওই সময়ই আমার চোখে পড়ে সে।' মুসা বলল। 'কিন্তু কিশোর, ওর পায়ে তো তখন রন-পা ছিল না। ওগুলো কি করেছে?'

উনিশ

কি করেছে, শুনবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অনুমান করতে পারি। দেয়ালের মাথায় চড়ে প্রথমে ঘন ঝোপে ছুঁড়ে ফেলেছিল গুলো। তারপর লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেছে। নামার সময়ই কেবল ওকে চোখে পড়েছে তোমার, তার আগে নয়।'

'ঠিক! ঠিক! তা-ই হবে,' অনিতা বলল। 'কিন্তু কোন্ ঝোপটাতে ফেলল?'

দেয়ালের ওপর দিয়ে যে সব গাছপালা আর উঁচু ঝোপ দেখা যাচ্ছে, পিছিয়ে এসে সেগুলোর দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'হলি গাছের ঝাড়!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'যেমন ঘন, তেমনি কাঁটা। সাধারণত কেউ যেতে চায় না হলি ঝাড়ের দিকে। রন-পাগুলো ফেলে কাঁটার ভয়ে চোরটা নিজেও সেগুলো বের করে আনতে যায়নি। পরে এসে যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। মুসা যতক্ষণ গাছের ওপর ছিল ততক্ষণ অন্তত নেয়নি।'

'ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এটাই জবাব। চলো, খুঁজে বের করি।'

দল বেঁধে আবার গেটের দিকে ছুটল ওরা। বাইরে বেরিয়ে দেয়াল ঘুরে দৌড়ে এল সেই জায়গাটাতে, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল চোরটা।

কাছাকাছি যে হলি ঝাড়টা রয়েছে, সেটার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, ছোটখাট দুয়েকটা ভাঙা ডাল। পাতা মরে শুকিয়ে এসেছে। ভারী কিছুর আঘাতেই ভেঙেছে বোঝা যায়। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। নিচু হয়ে তাকাতেই ভেতরে দেখতে পেল দুটো রন-পা পড়ে আছে। কাঁটার ভয় না করে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। টেনে বের করে আনল রন-পা দুটো।

'দারুণ! দারুণ!' হাততালি দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল ফারিহা। 'সমাধানটা তাহলে করেই ছাড়লে!'

'হার চুরির সমাধান, তাই না?' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখে ওরা, মাত্র দশ গজ দূরে বিটেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন।

'ক্যাপ্টেন!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, এসেছিলাম মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে কথা বলতে,' কাছে এসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বিটেল আমাকে বলল, কেসটার সমাধান নাকি করে ফেলেছ তোমরা। একটু পর তোমাদেরকে গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে। ঘটনাটা কি? পুলিশকে টেক্কা দিলে নাকি আবারও?'

হেসে উঠল কিশোর। 'তা বলতে পারেন। তবে আমরা ছোট বলেই পারলাম। ছেলেমানুষ ভেবে কেউ পাত্তা দেয়নি। সাত সাতজন পুলিশের লোক যদি আমাদের মত গিয়ে সার্কাসে ঘুরঘুর করতে থাকত, চোরটাকে খুঁজে বের করা সহজ হত না। সতর্ক হয়ে যেত সে।'

'তা ঠিক,' নিচু হয়ে একটা রন-পা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। 'উঁচু দেয়াল টপকানোর চমৎকার বুদ্ধি করেছিল। চোরটা কে, তা-ও নিশ্চয় বলতে পারবে, তাই না?'

'পারব। সার্কাসে রন-পা পরে খেলা দেখায়,' জবাব দিল কিশোর, 'সম্ভবত, ডুরেক। নীল রঙের মোজা পরে সে। মোজার নীল উলের সঙ্গে লাল সুতোর মিশ্রণ রয়েছে।'

'তার মাথায় কালো চুল,' মুসা বলল। 'চাঁদিতে গোল একটা বিশ্রী টাক।'

'বাপরে! এত কিছু জানো!' অবাক না হয়ে পারলেন না ক্যাপ্টেন। 'কোন রঙের পাজামা পরে ঘুমায়, কি খায়, তা-ও নিশ্চয় বলে দিতে পারবে। তা যাবে নাকি একবার সার্কাসে? আমিও যেতাম তাহলে। গাড়িতে দু'জন লোক বসে আছে আমার। ওরাও যাবে।'

তিন-তিনজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সার্কাসের মাঠে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হলো ডলি। 'আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যাবে সার্কাসের লোকেরা, তাই না?'

'তা পাবে কেন? সবাই তো আর চোর নয়।' মুসার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'চলো গিয়ে দেখে আসি লোকটার চাঁদির টাকটা।'

আরেকবার সার্কাসের মাঠে এসে ঢুকল ওরা। গাড়িতে করে আগেই গেটের কাছে এসে বসে ছিল পুলিশ। এক গাড়িতে এতজনের জায়গা হয় না, তাই গোয়েন্দারা হেঁটে এসেছে। ওদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন পুলিশ অফিসার।

'ওই যে, ডুরেক,' একটা ক্যারাভানের কাছে ঝুঁকে থাকা গোমড়ামুখো লোকটাকে দেখাল কিশোর। 'কিন্তু পায়ে তো মোজা নেই।'

'তাতে কি?' মুসা বলল। 'ওর টাক আছে কিনা দেখব। পুলিশ বললে ক্যাপ

খুলতে আর মানা করতে পারবে না।'

কাজ করছে ডুরেক। ওরা কাছে আসতে মুখ তুলে তাকাল। পুলিশ দেখে অস্বস্তি ফুটল চোখে।

'কি মিয়া, তোমার মোজাগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'কই, মোজা নেই!' বিমূঢ়ের মত ট্রাউজারের নিচের দিক উঁচু করে দেখাল ডুরেক। খালি পা।

'আমি জানতে চাইছি, কোথায় রেখে এসেছ?'

ডুরেক জবাব দেয়ার আগেই মুসা বলে উঠল, 'আগে ওকে চাঁদিটা দেখাতে বলুন, ক্যাপ্টেন।'

'ক্যাপ খোলো,' আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'মাথাটা নোয়াও। ওরা দেখুক।'

আরও বোকা হয়ে গেল ডুরেক। কি সব করতে বলা হচ্ছে তাকে। তবে যা বলা হলো, করল।

এক পলক দেখেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এই তো! সেই চাঁদি! সেই টাক! কি বিচ্ছিরি দেখতে! এ জন্যেই সারাক্ষণ ক্যাপ পরে থাকে।'

বিড়বিড় করে কি বলল ডুরেক, বোঝা গেল না।

'ক্যাপ্টেন,' আবার বলল মুসা, 'এ লোকটাকেই সেদিন গাছে চড়তে দেখেছিলাম। আমি শিওর।'

'গুড,' মাথা দুলিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। ডুরেকের দিকে ফিরলেন। 'অ্যাই মিয়া, আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। হারটা কোথায় লুকিয়েছ?'

বিশ

গোমড়া মুখটা আরও গোমড়া হয়ে গেল ডুরেকের। 'পাগল নাকি! কি সব বলে? একবার জিজ্ঞেস করে মোজার কথা, একবার চাঁদি দেখে, এখন বলে হার। কিসের হার? কোনও হারের কথা আমি জানি না।'

'তাই নাকি?' কঠোর হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চোয়াল। 'না জানার ভান করে আর কোন লাভ নেই, ডুরেক। সব কথা জেনে গেছি আমরা। কি করে রন-পা'র সাহায্যে দেয়াল টপকেছ, ওরিয়ন ফোর্টে ঢুকে হার চুরি করেছ, রন-পাগুলো তারপর কোনখানে ছুঁড়ে ফেলেছ। সব।'

'আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ডুরেক। তবে গলায় জোর নেই আগের মত। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দেয়ালের কাছে রন-পা'র দাগ রেখে এসেছ তুমি।' পকেট থেকে কিশোরের দেয়া সূত্রগুলো বের করলেন। 'এই টুপিটা ফেলে এসেছ গাছের ডালে, এই উলের সুতোটা ছিঁড়ে রেখে এসেছ তোমার মোজা থেকে। তোমার রন-পাগুলো পাওয়া গেছে হলি ঝাড়ের মধ্যে। এত কাণ্ড শুধু শুধু করোনি। এখন বলে ফেলো, হারটা কোথায়?'

ডুরেককে চুপ করে থাকতে দেখে কঠোর পুলিশী কণ্ঠে ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'কি হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'আ-আমি তো কিছু জানি না,' আমতা আমতা করে বলল ডুরেক। 'তবে এখন মনে হচ্ছে, শেফার্ড ওটা নিয়ে পালিয়েছে। আমাকে ফাঁসানোর জন্যে চালাকি করে আমার জিনিসপত্র পরে চুরি করতে গিয়েছিল।'

'শেফার্ডটা কে? কাল রাতে যে লোকটা ক্যারাভানে করে চলে গেছে সে তো? না, হার সে নেয়নি,' কিশোর বলল। 'হারটা আশেপাশেই কোথাও আছে। কাল রাতে আপনারা যখন কথা বলছিলেন বাঙ্কের নিচে লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি আমি আর মুসা।'

চমকে গেল ডুরেক। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। কিছু বলল না।

'আপনি যে বলেছেন, সিংহেরা পাহারা দেবে, সেটাও শুনেছি,' কিশোর বলল। 'বলেননি?'

এবারও ডুরেক নির্বাক।

'বেশ,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'খোঁজাখুঁজিটা তাহলে আমাদেরই করতে হচ্ছে। সিংহের খাঁচাটা থেকেই শুরু করি।'

দু'জন পুলিশ আর সাতজন গোয়েন্দার বিশাল বহর নিয়ে সিংহের খাঁচার দিকে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে মিছিল করে চলল জনা তিরিশেক সার্কাসের লোক। খুদে ভালুকছানাটাও কি করে যেন ছাড়া পেয়ে গেছে। মহা আনন্দে লাফাতে লাফাতে ওটাও চলল জনতার সঙ্গে।

খাঁচার কাছে এসে সিংহের ট্রেনার কোথায় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একজন লোক। অবাক হয়েছে। শঙ্কিতও।

'নাম কি আপনার?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'আলবার্তো,' জবাব দিল লোকটা।

'মিস্টার আলবার্তো, আমাদের ধারণা, আপনার সিংহের খাঁচায় একটা মূল্যবান মুক্তোর হার লুকানো আছে। আপনি কিছু জানেন?'

আলবার্তোর চোখ দেখে মনে হলো কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এমন করে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে, যেন ভুল শুনছে।

'যান, খাঁচায় ঢুকে খুঁজে বের করুন ওটা,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

খাঁচার দরজার তালা খুলল আলবার্তো। ভঙ্গিতে অবিশ্বাস। সিংহগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু গরগর করল একটা সিংহ।

খাঁচার মেঝের তক্তাগুলো জুতোর ডগা দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল আলবার্তো। কোনটা থেকেই ফাঁপা শব্দ বেরোল না। আলগা হয়েও নেই কোনটা। ফিরে তাকাল। খাঁচার বাইরের সবগুলো চোখ এখন তার দিকে। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'না, স্যার, নেই এখানে। সিংহের কেশরেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব না। চুলকাতে গিয়ে ফেলে দেবে।'

ডুরেকের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে ঘন ঘন। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন, পানির পাত্রটায় দেখতে বলুন!'

ক্যাপ্টেন বলার আগেই ওটার দিকে এগিয়ে গেল আলবার্তো। তুলে নিয়ে কাত করে ফেলে দিল সমস্ত পানি। 'কই, নেই তো!'

'উপুড় করুন!' কিশোর বলল।

পাত্রটা উপুড় করল আলবার্তো। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'একি!' দেখা গেল, ঝালাই করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে একটা পাত। 'এটা তো আগে ছিল না!'

পাত্রটা বের করে আনা হলো। সার্কাসের লোকের কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার চেয়ে নিল কিশোর। সেটার মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে সহজেই খুলে ফেলল পাতলা টিনের পাতটা। ভেতর থেকে বের করে আনল একটা মুক্তোর হার। পানির পাত্রের নিচে বেশ কায়দা করে ছোট্ট একটা কুঠরি বানিয়ে, তার ভেতরে হারটা রেখে, পাত লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

হারটা পাওয়ার পর এমন হট্টগোল শুরু হলো, ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন করে উঠল একটা সিংহ। ওটার দেখাদেখি বাকিগুলোও অস্থির হয়ে ডাকতে শুরু করল। শান্ত করতে গেল আলবার্তো।

সিংহের গর্জনে ভয় পেয়ে ফারিহার পা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল ভালুকছানাটা। আশ্রয় খুঁজল তার কাছে। নিচু হয়ে তুলতে গেল ফারিহা। পারল না।

হারটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পকেটে রেখে দিলেন

ক্যাপ্টেন। হেসে বললেন গোয়েন্দাদের, 'পুলিশের তরফ থেকে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ডুরেকের চেঁচামেচি শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, হাতকড়া লাগিয়ে দিচ্ছে দু'জন অফিসার। তাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল। সামনে একটা কাপড় ঝোলানোর দড়ি পড়ল। তাতে রয়েছে সেই মোজা জোড়া। বাতাসে দুলে দুলে যেন জানিয়ে দিতে লাগল ডুরেকের শয়তানির কথা।

'চলো,' গোয়েন্দাদের বললেন ক্যাপ্টেন, 'মিসেস ওরিয়নের সঙ্গে দেখা করে আসি। কি করে হারটা উদ্ধার করলে, তোমরাই তাঁকে বোলো। বলা যায় না, বড় কোন পুরস্কারও তোমাদের দিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। ফারিহা, কি পুরস্কার চাও?'

ভালুকছানাটার দিকে তাকাল ফারিহা। এখনও ওটা তার পা ঘেঁষে রয়েছে। 'উনি কি আমাকে একটা ভালুকের বাচ্চা দিতে পারবেন? এটার মত? তবে আরও ছোট, ওজন কম, যাতে কোলে নিতে পারি। অনিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে-ও ভালুকের বাচ্চাই চাইবে।'

জোরে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'দারুণ উপহার চাইলে তো।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'কি, কিশোর? তুমি কি চাও?'

'আপনাদের খাতায় তো অনেক অসমাপ্ত রহস্যের কথা লেখা থাকে, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'ওগুলোর কোন একটা কেস যদি দেন।'

'সমাধান করার জন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নিশ্চয়!' জবাব দিতে একটুও দেরি হলো না তার।

***